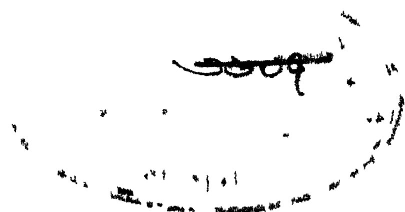
অঞ্জলি।


সং-খ্যা ৩৪৯২

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী গুপ্তা

প্রণীত।



প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক
শ্রীবীরেন্দ্র মোহন গুপ্ত
১৩২২

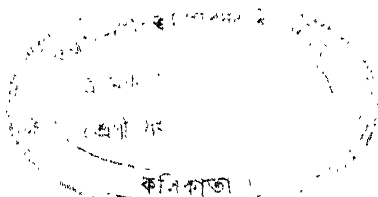
মূল্য ।।০ আট আনা

৩৪১২

সূচীপত্র।

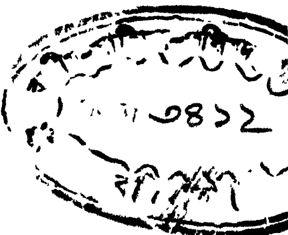
	পৃষ্ঠা
অর্চ্চনা	১
প্রবাস কুসুম	২
ফটো	৪
দীপান্বিতা	৫
স্বপ্ন	৬
নির্ঝরিণী	৮
আশ্বিন মাসের ঝড়	৮
রাসলীলা	১৩
দোল শ্যামা	১৪
কেলীর ধূমকেতু	১৬
বসন্তকাল	২৩
মন	২৫
মার্কণ্ডমুণির পুনর্জন্ম	২৬
নিদ্রা	৩৩
অদ্ধোদয় স্নান	৩৫
সুখ কোথা	৩৯
কবি বায়রণের জন্মভূমির নিকট বিদায় ...	৪০
পৌত্রের জন্ম	৪৩
শ্রীক্ষেত্র	৪৫
পিতৃগৃহে	৪৬
নবীন স্মৃতি	৪৯
প্রবাসে পুত্র	৫১
দোল	৫৩
সতী	৫৪
প্রয়াগ	৫৬
ভরদ্বাজ আশ্রম	৫৯

	পৃষ্ঠা
একা	৬০
কাশীধাম	৬২
হরিনাম	৬৩
কর্ম্মলে ক্লামিণী	৬৫
পতিহীনা	৬৯
মৃত্যু	৭১
নবজীবন	৭৪
বিভক্ত বঙ্গ	৭৬
যুক্তবঙ্গ	৭৭
শারদীয়া পূজা	৭৯
কুমার কাশ্যপের জন্ম	৮১
ক্ষুদ্র	৮৭
বিশ্বশিল্পি	৯০
কোজাগর	৯৩
কামাখ্যা	৯৪
খোকার হাসি	৯৫
ইন্দুমতি ও অজ	৯৭
ধাত্রী পান্না	১০১
অবসান	১০৩





অঞ্জলি ।



অর্চ্চনা ।

এ হৃদয়ে প্রভু তোমার অর্চ্চনা,
তোমারি অর্পিত নয়ন কমল,
ভক্তি অর্ঘ্য মম বাসনা
এ হৃদয়ে প্রভু তোমার অর্চ্চনা।

তোমার অর্পিত নিভৃত কুটীরে,
তোমার পূজার তরে,
নৈবেদ্য পঞ্চজনা,
এ হৃদয়ে প্রভু তোমার অর্চ্চনা ।

ধূপ, দীপ, ধুনা, কামনা, বাসনা,
স্পন্দনে উঠিবে মন্ত্র,
সন্ধ্যা আরতি বাজনা,
এ হৃদয়ে প্রভু তোমার অর্চ্চনা ।

অঞ্জলি।

তোমারি এ বিশ্ব, তোমারি এ দৃশ্য
তোমারিত সকলি,
আমার কি আছে বিভু,
দিতে তোমায় অঞ্জলি।

তোমারি কমল, গোলাপ অটল,
তোমারিত বাঁদুলী
আমার কি আছে বিভু,
দিতে তোমায় অঞ্জলি।

তোমারি কাঞ্চন, অশোক রঙ্গণ,
তোমারিত শিউলি
কল্পনা কুসুম মম
অর্পিলাম অঞ্জলি।

প্রবাস কুসুম।

চলিয়াছি নূতন প্রবাসে
নবোৎসাহে হৃদি ভর পূর
নাহি জানি কোথা তত্ত্ব পথ
ঘুরে ঘুরে যাব কত দূর।

অজ্ঞাত নিবিড় বনে,
ফুটিয়াছে নব ফুল।
লভিতে কুসুম নব,
অবিশ্রান্ত প্রাণাকুল।

প্রলোভনে আনিয়া কল্পনা,
রাখিলে আধেক পথে মোরে।
অবরুদ্ধ সে উদ্যান দ্বার,
উন্মুক্ত করিতে কেবা পারে।

উচ্চতর প্রাণের বাসনা,
উঠিতে অচল গিরি পানে।
পথ ভ্রান্ত চরণ অচল
শত বাধা উঠিতে সোপানে।

হৃদি মঞ্চে এস ওগো,
করে লয়ে বীণা খানি।
পুরাও বাসনা মম,
ভকত বৎসলা বাণী।

তুলে দাও উন্নত সোপানে,
হেথা আমি নূতন প্রবাসী।
লভিতে সে সুরভি কুসুম
নবোল্লাসে হয়েছি প্রবাসী।

শুধু বাসনাই হ'ল সার,
যাহা চাই মিলিল না কিছু।

দূরে দূরে ভ্রমিলাম বৃথা,
বেলা বেড়ে আসিয়াছে পিছু।

ভূমিতে লুটিয়ে ছিল
দলিত কোরক ক'টী
অধম বালিকা তব
আনিয়াছে তাই দুটী।

লবে কি মা শুষ্ক ফুলহার,
গন্ধহীন অমিল গ্রন্থণ।
নূতন প্রবাসে এসে আজি
পুরিবে কি মম আকিঞ্চন।

ফটো।

হৃদয় মন্দিরে, মানস মুকুরে,
তুলেছি তোমার ফটো।
আরো তার মাঝে, কত স্থান আছে,
এ হৃদি নহে ত ছোট।

তোমার সাধের, জড় জগতের,
প্রীতির যতেক আছে।
সকলি আনিয়া, দিব সাজাইয়া,
ওই প্রতিমারকাছে।

সন্ধ্যায় উষায়, শুভ্র জোছনায়,
রাখিব দুয়ার খুলি।
নিভৃত কুটীরে হেরিয়া তোমারে,
আপনা যাইব ভুলি।

সহস্র ওঁকারে, জপিব তোমারে,
স্থাপিয়া হৃদয় পটে।
শারদ শেফালি, অর্পিব অঞ্জলি,
ও রাঙ্গা চরণ তটে।

দীপান্বিতা।

আজি শুভ অমানিশি ঘোর অন্ধকার
প্রদোষে প্রদীপ মালা,
দিগন্ত হয়েছে আলা,
বরষের মাঝে দিন নহে ভুলিবার

স্বরগের পুণ্যময়ী দেখ ধরাতলে,
চতুর্দ্দোলে চতুর্ভুজা,
মানব দিয়াছে পূজা,
মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয় ওই পদতলে।

দীপালোকে আলোকিয়া অবনী মণ্ডল,
মহাতিথি দীপান্বিতা
তাহে মাগো উপনীতা,
ধরাতলে বিরাজিতা এলান কুন্তল।

আজি এ আনন্দ দিনে লইয়ে বরণ,
ছুটিছে খদ্যোত রাশি,
মেঘেতে চপলা হাসি,
ভকতি শকতি দিয়ে পূজিতে চরণ।

এ শুভ নিশিতে শ্যামা নৃমুণ্ডমালিনী,
ঘটে পটে কিবা ধ্যানে,
জাগ্রত সুষুপ্ত জ্ঞানে,
হৃদি তন্ত্রে মহামন্ত্রে জাগ মা জননী।

কি আছে সম্বল আর এ দীন কুটীরে
শুধু আছে হৃদি খানি,
এস ওগো মা জননী,
লোলজিহ্বা দিগ্বসনা শোভিত রুধিরে।

স্বপ্ন।

বহুদিন পরে আজ
মোহন মূরতি সাজ
নিশিথে ঘুমের ঘোরে দেখিনু স্বপনে,
স্নেহে সম্বোধিয়া মোরে,
ডাকিলে মা নাম ধরে,
দাঁড়ায়ে গৃহের দ্বারে প্রফুল্ল আননে।
কি যেন আমার তরে,
যতনে লইয়ে করে,
দিতে এসেছিলে বুঝি স্বরগের সুধা,

সে মধুর স্বরে মোর,
হৃদয় আনন্দে ভোর,
বিধাতা বিগুণ মোর, না মিটিল ক্ষুধা।

যবে পরশিল কাণে,
অনন্ত পিপাসা প্রাণে,
সাদরে সম্ভাষি ঘরে আনিব মায়েরে,
স্বপনের মোহ জাল,
মোহিয়া ক্ষণেক কাল,
সহসা ভাঙ্গিল ঘুম, ভাসি আঁখি নীরে।

অষ্টম বরষ পরে,
এসেছিলে কৃপাকরে,
স্নেহের পুত্তলি তব হেরিতে নয়নে,
কেন মা অদৃশ্য হ'লে
ভাসাইয়া আঁখি জলে,
চঞ্চলা চপলা সম মিশি ঘন সনে।

তুমি যে দেবের বালা,
খেলিছ অনন্ত খেলা,
মরতে হইয়াছিলা মানব রূপিনী,
করি তোমা প্রণিপাত,
ক্ষম মাতঃ অপরাধ,
তোমার মহিমা মাগো কিছুই না জানি।*

---

* ১৩১৫ সালে ৪, কার্ত্তিক, কৃষ্ণা একাদশীতে ৺ মাতৃদেবীর পরলোক গমনের তিথিতে দৃষ্ট স্বপ্ন।

নির্ঝরিণী।

পাষাণ ভেদিয়া, চলেছে ছুটিয়া,
ওই নির্ঝরিণী,
কুল কুল স্বরে, মধুর লহরে,
গাইয়া মোহিনী।
বিরল বিজনে, মধুর নিক্কণে,
মোহিছে শ্রবণ,
স্বর্গ মন্দাকিনী, পূত নির্ঝরিণী,
মোহিতে প্লাবন।
বিভুর অর্পিত, না জানি নিশ্চিত,
কোথায় উৎপত্তি,
কুল কুল স্বরে মধুর লহরে,
অবিরাম গতি।
পুষ্পিতা বল্লরী, আপনা পাসরি,
ভাসাইয়া কায়,
নির্ঝরের জলে, চলি দুলে দুলে,
বিভু পদে যায়।

আশ্বিন মাসের ঝড়।

মরি কি ভীষণ কাল, তের শত ষোল সাল,
শারদীয় পূজার উৎসব,
ঘরে ঘরে পুর নারী, ফেলিছে নয়ন বারি,
নিরানন্দে রয়েছে নীরব।

কি দারুণ ঝঞ্ঝাবাত্‌ বয়ে গেল অকস্মাৎ
তরু শাখা ভাঙ্গিয়া বিস্তর ;
উড়াইয়া ঘর বাড়ী, সংঘর্ষিয়া রেল গাড়ী
কি ভীষণ বয়ে গেল ঝড় ।

দলিয়া খুলনা জেলা, হ'ল না সাধের খেলা,
পল্লীগ্রামে করিল প্রবেশ,
ভাঙ্গিয়া গজাল শাল, উড়ায়ে খড়ের চাল,
বিড়ম্বনা করিল অশেষ,

শূন্যে বহে নিরন্তর, ঝড় বৃষ্টি ভয়ঙ্কর,
প্লাবনে ডুবিল ভূমিতল,
কোথা যাবে জীব প্রাণী, উভয় সঙ্কট গণি,
বরষিল কত অশ্রুজল।

যশোহরে মনোহর, ছিল কত বাড়ী ঘর,
উড়ায়ে চলিল অনিল,
আসিয়া গোয়ালনন্দ, বিনাশিয়া ভাল মন্দ
মাতাইল পদ্মার সলিল ।

যে পদ্মা তরঙ্গময়ী, নামেতে ভুবন জয়ী,
উথলিয়া উঠিল তখন,
তরী পোত ঘর বাড়ী, জীব জন্তু নরনারী,
নিজ বক্ষে করিল গ্রহণ ।

জলে স্থলে করি রণ শ্রান্ত নহে সমীরণ,
স্বর্গ মর্ত্ত্য করে একাকার,

হুঙ্কারে গগণভেদী, বিদ্যুৎ উঠিছে ভাতি,
শন্ শন্ হাঁকিছে আবার।

ছুটিল বাষ্পীয় পোত, কে করিবে গতি রোধ,
লৌহ রজ্জু ছিঁড়িয়া হেলায়,
আরোহী মানবগণ বিপদে বিষণ্ণ মন,
ইষ্টদেব স্মরিল ত্বরায়।

কোথায় দীনের হরি কোথা ঘর কোথা বাড়ী,
কোথা এবে বান্ধব স্বজন,
বিস্তীর্ণ যমুনা নীরে, নিয়তি আনিল যারে,
কে খণ্ডাবে তাহার মরণ।

পুনঃ বহে সমীরণ, করি ভীম গরজন,
কাঁপাইয়া অতল ভূতল,
আরোহীর আর্ত্তনাদ, পূরিল না মনোসাধ,
শুভ যাত্রা হইল বিফল।

সমীর সমরে আজ, পাইয়া বিষম লাজ,
দিশহারা ফুকারিয়া পোত,
কত প্রাণী লয়ে কোলে, ডুবিল অতল জলে,
তর তর বয়ে গেল স্রোত।

তেয়াগি অনন্ত স্নেহ, শত শত শব দেহ,
স্রোতে স্রোতে চলিল ভাসিয়া,
এ দৃশ্য নয়নে হেরি, তবুও রাক্ষসী নারী,
নেচে নেচে চলিল হাসিয়া।

কি ভীষণ, কি ভীষণ, কি করিলি প্রভঞ্জন,
বিনাশিলি কত শত প্রাণ,
কি দৃশ্য হেরিনু হায়, শিহরি উঠিছে কায়,
হৃদি ভেঙ্গে হয় শত খান।

আপনি রুষিয়া পরে, রোষাইলি অবলারে,
স্বচ্ছময়ী জলধি রমণী,
অসংখ্য তরণী গ্রাসি, উচ্ছ্বাসে অনন্ত হাসি,
পাপীয়সী যমুনা পাষাণী।

হেরনা নয়ন মেলি, বিকচ কমল গুলি,
অফুটন্ত কত শত তায়,
তরঙ্গের বেগ ভরে, কভু উঠে কভু পড়ে,
নিরুপায় জীবন হারায়,

ওই যুবা নব বেশ, কুঞ্চিত মাথার কেশ,
জলমগ্ন হেরি পুনরায়,
আবর্ত্তে তুলিয়া গাত্র, বারেক চাহিবা মাত্র,
চিরশেষ লইল বিদায়।

কাহারে দেখিবে আশে, আনন্দে চলেছে দেশে,
নিয়ে বরষের উপার্জ্জন।
কতই কল্পনা মনে, বাঁধিয়া সঞ্চিত ধনে,
হেথা এসে হ'ল বিসর্জ্জন।

জানিনা নিয়তি বিধি, কেমন তাঁহার রীতি,
অত্যাচার কেমন শাসন,

দোষ গুণ না বিচারি, এক সাথে ভরাভরি,
বারি বক্ষে করিলা মগন।

সলিল শায়িতা ওই, ললনা লাবণ্যময়ী,
মধুর মূরতী মরি কিবা,
কবরী বন্ধন খুলি, বেণী চলিয়াছে দুলি,
নাগিনী জড়িত যেন গ্রীবা।

তরুণ বয়সী বালা, পড়েছিল বরমালা,
কত সাধ ছিল ও'র মনে,
রূপে গুণে করি আলো, গৃহিণী সাজিত ভালো,
দীনে দয়া করিত যতনে।

কত সাধ কত আশা, কতই মধুর ভাষা,
ছড়াইত কতই কল্পনা,
বিপাকে হইয়া সারা, কার বালা প্রাণ হারা,
রেখে যায় অপূর্ণ বাসনা।

ওই শিশু ভাসে জলে, ছিল মা'র বক্ষস্থলে,
নবনীত কমনীয় কায়,
আকুলি বিকুলি করি, কোথা গেল হরি হরি,
কি দৃশ্য হেরিনু আজ হায়।

এলে কি গো রাজেশ্বরী, উড়াইয়া ঘর বাড়ী,
হেরিবারে শত অশ্রুধারা,
এলোনা সে মহাতিথি, জ্বলিলনা পঞ্চবাতি,
চণ্ডীপাঠ হইল না সারা।

পঞ্চমী বিজয়া করি, বিসর্জ্জিয়া নরনারী,
শন্ শন্ বাজিল বাজনা,
আগমে আনন্দধাম, পুরিল না মনস্কাম,
গৃহে গৃহে জাগিল বেদনা।

রাসলীলা।

হেমন্ত পূর্ণিমা শশী গগণে উদয়,
জলে স্থলে তরু পত্রে, কুসুম আননে,
ঝলসিছে কি সুন্দর বিমল কিরণ,
ব্রজধামে ব্রজাঙ্গনা আনন্দে অধীর,
ব্রততী মঞ্জরী তুলি রাস রঙ্গে মাতি,
মঞ্চপরে নারায়ণে করে সুসজ্জিত
শিখিপুচ্ছ শির পরে কেহবা পরায়,
কেহবা ব্যজন করে লইয়ে চামর।
গোপ কুলোদ্ভব কৃষ্ণ কিশোর জীবনে,
প্রথমাভিনয় তাঁর রাস চক্র লীলা,
যুগে যুগে জন্মে জন্মে কত তপ ফলে,
যে দেখেছে সেই চক্র সেই তাহা জানে।
আদর্শ স্বরূপ জীবনের অভিনয়,
রাস চক্রে ঘোরে এই দেখালে মানবে,
কভু উর্দ্ধে, কভু নিম্নে কভু মাঝখানে,
সুখে দুখে এইরূপে হবে পরিণত,

যিনি চক্রধর প্রভু ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া,
যাঁর চক্রে জীবগণ ঘোরে অনুক্ষণ,
সেই চক্রধর প্রভু হইয়া ঘূর্ণিত,
দেখাইলা কর্ম্মক্ষেত্র জীব মানবের।

দোল শ্যামা।

এলাইত কেশে, সে সুন্দর বেশে,
মোহিনী প্রতিমা,
মন চৌদোলে, দোল মা শ্যামা।
হও সমাসীন আজ পূণ্য দিন
বসন্ত পূর্ণিমা,
হৃদ্ কমলে দোল্ মা শ্যামা।

জলদ বরণ, বিশাল নয়ন,
হর মনোরমা,
হৃদ্ কমলে দোল্ মা শ্যামা।
উড়িছে চিকুর, বাজিছে নুপুর,
মরি কি সুষমা,
হৃদ্ কমলে দোল্ মা শ্যামা।

পদ কুবলয়, হেরি শোভাময়,
আবিরে রক্তিমা,
হৃদ্ কমলে দোল্ মা শ্যামা।

ঈড়া পিঙ্গলা, সর্ব্ব মঙ্গলা,
তুমিওগো সুষম্না,
হৃদ্ কমলে দোল্ মা শ্যামা।

মূলাধারে সহস্রারে,
কুল কুণ্ডলিনী নামা,
হৃদ্ কমলে দোল্ মা শ্যামা।
আজ্ঞা চক্রে অনাহতে, শক্তিভুজা সর্ব্বভূতে,
করাল বদনী শ্যামা,
হৃদ্ কমলে দোল্ মা শ্যামা।

স্বাধিষ্ঠানে মণিপুরে, বিশুদ্ধাখ্যে পঞ্চস্বরে,
কণ্ঠস্থলে তুমি উমা,
হৃদ্ কমলে দোল্ মা শ্যামা।
অধোমুখ অধে, চতুর্দ্দশ পথে,
তুমি মাত পূর্ণ কামা,
হৃদ্ কমলে দোল্ মা শ্যামা।

লাকিনী ডাকিনী, রাকিনী কাকিনী, †
সর্ব্বসিদ্ধি নিরুপমা,
হৃদ্ কমলে দোল্ মা শ্যামা।

---

† শরীরস্থ পদ্মাকার চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের নাম।

'হেলী'র ধূমকেতু।

এই কি আইল ভীষণ প্রলয়,
কি হবে উপায় বল দয়াময়,
নব ধূমকেতু উদিল গগণে
চরাচর ব্যস্ত হেলীর গণনে,
সন্ধ্যা তারা প্রায়, নীল নভো গায়,
শোভিছে উজ্জ্বল নৈঋত কোণে।

প্রকাশিলা ভাবি ভূত বর্ত্তমান,
অমঙ্গল গ্রহ, স্বর্গের নিশান,
বৈশাখের শেষে হবে আবির্ভাব,
অতি ভয়ানক পুচ্ছের প্রভাব,
সে কিরণ জালে ভাতিবে ভূতলে,
নগর প্রান্তর সরসী বনে।

পাঁচ কোটী মাইল দীর্ঘ আকার,
নীল নীলিমায় করিবে বিস্তার,
পৃথিবীর অংশ করিবে স্পর্শন,
তীব্র আলোকিত অপূর্ব্ব দর্শন,
নবলীলা কত, হবে প্রকটিত,
জালা মালায় করিবে আবৃত।

সে দৃশ্য হেরিয়া অধিক উল্লাসে
আত্মহারা হবে নয়ন নিমিষে,

স্তম্ভিত হইয়া নরনারীগণ,
কেহবা হারাবে তখনি জীবন,
ক্রমে অমঙ্গল ঘটিবে সকল,
বিষময় ফল ফলিবে কত।

গ্যাসের উদ্ভব হবে পুচ্ছময়
হতে পারে তায় বহু জীব ক্ষয়
প্রলয়ের কাল হবে আগমন,
দ্বাদশ ভাস্কর ভাতিবে কিরণ,
ভবিষ্যৎ চয়, নাহিক নির্ণয়,
জ্যোতিষ গণিয়া না পায় ভাবি।

হেন দৃশ্য ভাবি ব্যাকুল অন্তর,
তড়িতের খেলা রবে নিরন্তর,
ক্ষণেকে আতঙ্ক হেরি ক্ষণপ্রভা,
বিশ্ব আলোকিত হবে তীব্র প্রভা,
সে মূরতি নব, সবি অভিনব,
বিমানে ভাতিবে ভীষণ ছবি।

কাঁপিবে বিমান বিশ্ব-চরাচর,
প্রলয় করিবে সমীর সমর,
বসুমতী কাঁপি বক্ষ বিদারিবে
জীব জন্তু তরু তাহে লুকাইবে,
শস্য শূন্য ধরা, গৃহ লক্ষ্মী ছাড়া,
কি হবে উপায় ভবের, বিধি!

পীড়ায় পীড়নে হবে হীনবল,
কিছু নয় শুভ সবি অমঙ্গল,
মহামারী হবে জীবের বিনাশ,
সম্পূর্ণ না হো'ক আধেক বিনাশ,
জ্যোতিষ বচন, করিয়া স্মরণ,
ভয়ে অচেতন করিছে হৃদি

শশী স্থান ভ্রষ্ট, কি বিষম কথা,
গ্রহ ছাড়ে নিজ আবর্ত্তন প্রথা,
ভবের ভাবিয়া ধ্রুব অমঙ্গল,
তোমারি আদেশে করে চলাচল,
কে করিবে পার, ভয় পারাবার,
অকুল সাগরে বাঁধিয়া সেতু।

জন্মিলে মরণ এক দিন হয়,
তোমারি বিধান রয়েছে নিশ্চয়,
কেন ক্ষুণ্ণ মন বল দয়াময়,
ভীষণ পাবকে করিবে প্রলয়,
জীব জন্তু সবে, দহিয়া মরিবে,
তুলিলা তাহারি বিজয় কেতু।

একবারে হো'ক ধরা রসাতল,
ফেলিব না তায় নয়নের জল,
স্থাবর জঙ্গম অতল অচল,
একাকার হো'ক পৃথিবী মণ্ডল,
সে মহা প্রলয়, অতি সুখময়,
আবার নূতন সকলি হবে।

একাংশ বিনাশ করিলে শ্রবণ,
শতবার হয় হৃদয় কম্পন,
কেমনে দেখিব আধেক প্রলয়,
কি হবে উপায় বল দয়াময়,
এ নূতন লীলা, তুমি কি রচিলা,
কাহার আশ্রয় লইব তবে।

সুদূরে সুদূরে আত্মীয় স্বজন,
সম্পর্ক বিহীন হোক যত জন,
কেহ বা মরিবে কেহ বা বাঁচিবে,
সে নির্ম্মম বাণ হৃদয়ে সহিবে,
কল্লোলে কল্লোলে শোকের হিল্লোলে,
শোকের উচ্ছ্বাস বহিয়া যাবে।

সুতহারা মাতা করিবে রোদন,
হাহাকার রবে ভেদিবে গগণ,
পতিপ্রাণা সতী হারাইবে পতি,
হায় রে কি দশা পৃথিবীর গতি,
এ অনল শিখা, যুগে যুগে লিখা,
কলঙ্ক কালিমা জগতে রবে।

পিতামাতা গুরু ভাই ভগ্নীগণ,
সুদূরে সুদূরে হবে অদর্শন,
কোথায় জনম কোথা হবে লীন,
মরমে মরমে রবে চিরদিন,
এ মর জগতে কে পারে ভুলিতে
ব্যথিত বেদনা হৃদয়ে যার।

দেবতা সদৃশ কত বুধগণ,
যতনে জ্যোতীষ করিলা অর্জ্জন,
সে বুধ মণ্ডলী হইলে বিলয়
কি হবে উপায় বল দয়াময়,
কে লিখিবে পুঁথি, পক্ষ মাস তিথি,
কে গণিবে শুভ গ্রহের সঞ্চার।

বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হয়ে নরগণ,
করিলা কতই কঠোর সাধন,
ক্রিয়ার কৌশলে শূন্য পথে উড়ি
পক্ষধর প্রায় পুনঃ আসে ফিরি,
এ হেন অবনী ভাবি নাহি জানি,
কি দশা তাহার ঘটিবে কালে।

কবি কণ্ঠে বাণী বীণার ঝঙ্কারে
পৌরাণিক কাব্য গাইছে সুস্বরে,
কবির কল্পনা মানস রঞ্জন
হবে কি বিলয় এমন রতন,
কে গাঁথিবে আর বর্ণে বর্ণে হার
কল্পনা কুসুম লহরী তুলে।

পুলিনে পুলিনে বিটপী শাখায়
বিহঙ্গমগণ তব গুণ গায়,
শ্রেণীবদ্ধময় অশ্বথ তমাল,
শ্রীফল দাড়িম্ব পেয়ারা পিয়াল,
নারিকেল তাল, পনস রসাল,
সুফলে শোভিত পাদপচয়।

কবিদ-কদম্ব চাঁপা নাগেশ্বর,
মাধবী, কেতকী, বেলী, স্তরে স্তর,
সুষমা সুরভি মোহে ধরাতল,
তড়িৎ অনলে পুড়িবে সকল,
হেন শোভা চারু হবে কিরে মরু
তুমি কি নাশিবে, কখনো নয়।

জলে স্থলে চরে পক্ষধরগণ,
মরাল ময়ুর সারস খঞ্জন,
জলে স্থলে কত করি বিচরণ,
গ্রীবা বাঁকাইয়া করয়ে কূন্দন,
হেরি কাদম্বিনী, নাচিছে শিখিনী,
বিবিধ পালক করিয়া বাঁকা।

উষার সুষমা জগত উজ্জ্বল,
দ্রুমদলে শোভে নিহারের ফল,
কিরণের গলে কুসুমের হার,
নব কিসলয়ে লোহিত আকার,
তুমি নিরমিলা, এ অপূর্ব্ব লীলা,
অনন্ত আকাশে সুন্দর রাকা।

গোধূলিতে কিবা গোধনের রব,
বিহঙ্গম গায় মধুর উৎসব,
লোহিত বরণ তপন অচল,
নীল-নভো গায় রক্ত ছল ছল,
সুবৃগু এ ভবে, সকলি কি যাবে,
এমনি কি হবে সৃষ্টির নাশ।

রবি শশী তারা, দেবতা মণ্ডলী,
বিশ্ব আঁধারিয়া যাবে কি সকলি,
এই কি আইল কলির প্রলয়,
কি হবে উপায় বল দয়াময়,
গিরি জল স্থল পৃথিবী মণ্ডল;
তুমিই দিয়েছ সুখের বাস।

অনন্ত অবনী এই রঙ্গ ভূমি,
বিবিধ প্রকারে সাজায়েছ তুমি
আমরা আপন কর্ম্মে নিয়োজিত,
সুখে দুঃখে ভয়ে হই বিচলিত,
তুমি শান্তি দাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা ধাতা,
তুমিই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়।

কর্ম্ম পারাবারে ধ্রুব লক্ষ্য করি,
ভাসিয়া চলেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরী,
জলদে আঁধার, তুমি ধ্রুবতারা,
অতলে ডুবিয়ে হবে দিশহারা,
দয়াময় নাম তারি পরিণাম,
তুমি কি দেখাবে, কখনো নয়।*

---

*১৩১৬ সালের আশ্বিনে, হেলির ধূমকেতু সম্বন্ধে অমঙ্গল সূচক ভবিষ্যতের সংবাদ প্রাপ্তে লিখিত।

বসন্ত কাল।

বহুদিন পরে আজ
নিরখি তোমায়, নয়ন জুড়াল।
লুকায়ে মোহিনী বেশে,
ছিলে বুঝি দেব দেশে,
মরতে দিয়েছ আনি স্বরগের আলো।

চরণ পরশে তব
জাগে উদ্দীপনা, দিগ্ দিগন্তরে।
আগমে আনন্দ ধাম,
মধুর বসন্ত নাম,
এলে কিগো ঋতুরাজ বরষের পরে।

মেলিয়া ঘুমন্ত আঁখি,
সুখ জ্যোতির্ম্ময়, জগতে আইল।
মোহিনী বাসন্তী উষা,
পরি নব ফুল ভূষা,
বসন্তের বায়ে দুলি আনন্দে মাতিল।

মধুর বসন্তকাল
আইল জগতে, ধরি নববেশ।
জাগিল ঘুমন্তকলি,
মল্লিকা মালতী বেলী
শুকান মন্দার বন সাজাইল বেশ।

রসাল সাজিল হাসি
নবভূষা পরি, নবীন মুকুলে।
ষড় ঋতু পরে আজি
কে আনে বাসনা রাজি
কাহার আগমে হেন আনন্দ উথলে।

মলয় অনিল বহে
মৃদুল মধুর, জগত মোহিয়া।
অবিরাম খোলা প্রাণ
সৌরভ করিছে দান
অচেতন বিশ্বপ্রাণ উঠিছে জাগিয়া।

নিঝুম প্রাণেতে পিক
সুপ্ত হৃদি মাঝে, ছিল লুকাইয়া।
বসন্তের আগমনে
সাহানা রাগিনী সনে
কুহরিল কুঞ্জে কুঞ্জে আনন্দে মাতিয়া।

বসন্তে অনন্ত শোভা,
প্রকৃতির রীতি সকলি সুন্দর।
আপনি রচিলা ধাতা
তাঁহারি অনন্ত গাঁথা
অনন্ত এ মহাবিশ্ব নয়নগোচর
যত দৃশ্য হেরি তাঁর সকলি সুন্দর।

মন।

ওরে মূঢ় মন চিন্তরে এখন,
ভ্রমকূপে ডুবিলি,
বিবেক ভগিনী ছাড়িয়ে সঙ্গিনী,
মোহমদে মাতিলি।
কত নব আশা কত নব ভাষা,
প্রাণে প্রাণে জাগালি।
বিষয় বিপিনে, এ দীর্ঘ ভ্রমণে,
শুধু মোরে ভুলালি।
চাহি না এখন তোর প্রলোভন,
ঘোর মায়া কুহেলী।
ছেড়ে ধূলা খেলা চল এই বেলা
পাখী গায় কাকলী।
প্রভাতে আসিয়া রয়েছ ভুলিয়া,
হের ঐ গোধূলি।
ভেবেছ কি ভবে চিরদিন রবে
এই খেলা কেবলি।
জীবনের পাছে আরো কত আছে
ভুগিবার সকলি।
ওরে মূঢ় মন চিন্তরে এখন,
পরিণাম হারালি।

মার্কণ্ড মুনির পুনর্জন্ম।

পূর্ব্ব কথা আছে গাঁথা
পুরাণেতে শুনি,
শিব ভক্ত অনুরক্ত
মার্কণ্ড মহামুনি।
নিশাকালে বৃক্ষতলে
ধ্যানে নিমগন,
তন্দ্রা ঘুমে মন ভ্রমে
দেখিলা স্বপন।
চিত্রগুপ্ত হয়ে ক্ষিপ্ত
করেন গালাগালি
কাল পুরিল, না আইল
মার্কণ্ড আছে ভুলি।
যজ্ঞ যাগে, কর্ম্ম ভোগে
হ'ল আয়ুঃ শেষ।
যম দুতে নিয়ে যেতে
করিলা আদেশ।
স্বপ্ন দেখে উঠে জেগে,
মার্কণ্ড মুনিবর
নিবিড় বনে আপন মনে
জপেন মহেশ্বর।
শমন দুতে কাল প্রভাতে
নিয়ে যাবে ধরে,

এইবেলা, পূজ্‌ব ভোলা
মনের মত ক'রে।
ভোরের বেলা নিয়ে ডালা
চলেন মুনিবর,
মনের মত তুলে কত
কুসুম থরে থর।
বকুল বেলী যুঁই চামেলী,
ভাণ্ডি নাগেশ্বর,
আশোক চাঁপা রঙ্গণ থোপা,
মল্লিকা ধুস্তুর।
বিল্বদলে নানা ফুলে
পুরায় আকিঞ্চন,
ফল ফুলাদি কুল কদলী
করেন অন্বেষণ।
আম্‌লা বেল নারিকেল
পনস, রসাল,
দ্রাক্ষা আদি নানাবিধ
হরিতকী তাল।
ফল ফুল নিয়ে আকুল
চলেন মুনিবর,
কখন আসে দুষ্ট বেশে
যমের অনুচর।
থর থর কলেবর
মাথায় জটা কাঁপে,

শিব বিনা অন্যজনা
কেবা আমায় রাখে।
ভেবে মনে ধীর গমনে
চলেছেন পথে,
বম্ বম্ ভোলানাথ
পূজবো দুই হাতে।
গঙ্গাবারি নিয়ে ভরি
কমণ্ডলু পরে,
জ্বেলে ধূনি বসেন মুনি,
শিবার্চ্চনা তরে।
মন্ত্র পড়ি শিব গড়ি
স্থাপন করিলা,
বম্ বলে হৃদয় খুলে
পূজা আরম্ভিলা।
যুগল করে লয়েছে ভ'রে
পুষ্প বিল্বদল,
শমন ভয়ে বক্ষ বেয়ে
পড়ছে আঁখি জল।
দেবের দেব মহাদেব
হর পঞ্চানন,
যুগে যুগে হৃদে থেকে
পূরাও আকিঞ্চন।
হেন কালে বৃক্ষতলে
পড়িল হুলস্থূল,

তরুলতা কাঁপায় যথা
বায়ু সমতুল।
কালো বরণ, কালের গড়ন
কালো মেঘের ছটা,
কি প্রচণ্ড ঘূরায় দণ্ড
কপালে দীর্ঘ ফোঁটা।
দণ্ড হাতে সেই খানেতে
এল যমের দূত,
মার্কণ্ডে দেখি, রক্ত আঁখি
ঘূরায় রবির সুত।
(বলে) চল্‌রে ব্যাটা, ছেড়ে ঘটা
রাজা তোকে ডাকে,
কপাল ক্রমে মনো ভ্রমে
পড়ে গেছিস্ ফাঁকে।
এত বলি, বাহু তুলি
দূত মহাবল,
কটীতটে বাঁধছে এঁটে
লোহার শিকল।
ভীষণ রোষে টান্‌ছে ক'সে
যুগল বাহু দিয়ে,
থর থর কলেবর,
কাঁপছে তাঁর হিয়ে।
ব্যাকুল চিতে চারি ভিতে
তাকায় মুনিবর,

বাহু প্রসারি ধরে আঁকরি
লিঙ্গ মহেশ্বর।
বম্ বম্ ভোলা নাথ,
রক্ষা কর মোরে,
তুমি বিনা ত্রিভুবনে
কে রাখিতে পারে।
সর্ব্ব ঘটে আত্মারূপে
তুমি মহেশ্বর,
সর্ব্বময় মৃত্যুঞ্জয়
সর্ব্ব সিদ্ধি হর।
ভূতেশ্বর ভূতনাথ
ভূত ভবিষ্যৎ,
বর্ত্তমান, তুমি জ্ঞান,
তুমি ত্রিজগৎ।
নমঃ শিবায়, শান্তায়,
কারণত্রয় হেতব ;
নমঃ শিবায় হরায়
সিদ্ধেশ্বর ভব।
আশুতোষ ক্ষম দোষ,
আসন্ন সময়,
পদতরী শিরে ধরি
হরি ভব ভয়।
যম দূত বেঁধে লয়ে
করে নিপীড়ন,

এসময়ে দেখা দাও
ওহে পঞ্চানন।
শুনে বাণী শূলপাণি
ভক্ত কণ্ঠস্বর
লিঙ্গ হতে সেই ক্ষণেতে
উঠেন দিগম্বর।
ত্রিশূল করে জটাশিরে
মণ্ডিত ফণাধর,
ঘোর নিনাদে ডমরু, বাজে
শুনতে ভয়ঙ্কর।
পুণ্যবতী ভাগীরথী
মাথায় শোভা করে
হাড়ের মালা, কণ্ঠে আলা
শোভে থরে থরে।
শ্বেতবরণ গরলাভরণ
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরা
পঞ্চ বক্ত্র তিন নেত্র,
যেন অনল ভরা।
সেই জ্যোতিতে চতুর্ভিতে
হ'ল জ্যোতির্ম্ময়,
পালায় তখন দুষ্ট দমন
হেরি মৃত্যুঞ্জয়।
বার্ত্তা পেয়ে ব্যগ্র হয়ে
যম অধিপতি

মার্কণ্ডে নিতে আনন্দেতে
চলেন শীঘ্রগতি।
বাজে ঘণ্টা যম ডঙ্কা
মহিষের গলে,
পৃষ্ঠ পরে দণ্ড করে
যম রাজ চলে।
যথা মুনি শূলপাণি
পদ ধরি শিরে,
যোগাসনে ব'সে ধ্যানে
শিবার্চ্চনা করে,
সেই স্থানে ক্রুদ্ধ মনে
হয়ে উপনীত
শিবরূপ হেরি ভূপ
হইলা দ্রবিত।
কুলিশ সম নিরমম
হৃদয় যাহার,
মহেশ্বরে যোড় করে
করে নমস্কার।
দণ্ডকরে কান্তি হেরে
মনে পেয়ে লাজ,
বিমুখ হয়ে নিজালয়ে,
চলেন যমরাজ।
নবজীবন পেল তখন
মার্কণ্ড মুনিবর,

বেদাগমে লিখ্‌ছে ক্রমে
যুগযুগান্তর।
শিবভক্ত অনুরক্ত
যেজন ভবে হয়,
তার প্রতি পশুপতি
আপনি সদয়।
জয় জয় মৃত্যুঞ্জয়
সর্ব্বপাপ ক্ষয়
অন্তিম কালে শ্রীপদ পেলে
নাহি কোন ভয়।

নিদ্রা।

অস্ত যায় দিনমণি নীল নভো গায়,
তিমির গ্রাসিল আসি
আঁধারিল দশ দিশি,
ঘুমাইল পাখিগণ তরুর শাখায়

বিরত সংসার কাজে মানব নিচয়
বিরামে শয়নে রত
নিদ্রাদেবী আবির্ভূত
শান্তিময়ী শ্রান্তি হরা সবারে সদয়।

নাই তার ভেদজ্ঞান মান অভিমান
ধনেশ দীনের তরে,
প্রাসাদে ও কুঁড়ে ঘরে,
সর্ব্বজীবে আবির্ভূতা সর্ব্বত্র সমান।

পুত্র শোকে শোকাতুরা অধীরা জননী,
অশ্রু ঢালি দিবাভরি
সন্ধ্যায় শয়ন করি,
ক্ষণেক লভেন শান্তি সেই বিষাদিনী।

দারিদ্র্য রাক্ষসী যারে করিয়াছে গ্রাস,
সদাই অশান্তি তার,
নাহি মিলে পানাহার,
গৃহিণীর পরিধানে শত গ্রন্থিবাস।

চিন্তার অনলে জ্বলি দিবস কাটায়
রজনীর আগমনে
নিজভুজ উপাধানে
গভীর লভিল শান্তি সুখের নিদ্রায়।

পতি বিরহিনী সতী ব্যথিত হৃদয়,
সুখের সামগ্রী যত
দুঃখে যায় পরিণত,
হাহাকার হুতাশ্বাস যার হৃদিময়,

ঢালে যদি নব ঘন অবিরত জল,
বহে যদি সমীরণ
দিবানিশি অনুক্ষণ,
তবু যার দগ্ধ হৃদি নহে সুশীতল,

তাহারও আছে শান্তি সুনিদ্রার কোলে
ক্ষণেক সে শান্তিময়.
সুখের স্বপনে রয়,
কে দেয় এমন শান্তি তারে ধরাতলে।

অয়ি নিদ্রা, সুখময়ি, শান্তি বিধায়িনী,
ধন্য তুমি স্নেহময়ী
রোগ শোক চিন্তা জয়ী
প্রণিপাত করি তোমা জুড়ি দুই পাণি।

অর্দ্ধোদয় স্নান।

মাঘের শেষে যোগ বিশেষে
পাপীর পরিত্রাণ,
জীব তরিতে, জাহ্নবীতে,
অর্দ্ধ উদয় স্নান।
পড়্‌বে শিশির অমানিশির,
উষার আগমনে
হাস্‌বে রবি লোহিত ছবি
ঊনবিংশ দিনে।

পূব গগণে লাল বরণে,
উঠ্‌বে দিবাকর,
আলতা মাখা আধেক রেখা,
দেখ্‌বে চরাচর।
সেই সময়ে পুরুষ মেয়ে,
স্নান করিবে সবে,
সুরধনী প্রতি ধ্বনি
গঙ্গা গঙ্গা রবে;
পাপের ভরা রোগের জরা,
স্নান করিতে যায়,
মুক্তি পাবে ভক্তি ভাবে
পরশিলে তায়।
শোক যাতনা যম তাড়না,
সকল যাবে দূরে,
জন্মান্তরে স্বরগ পুরে
সুখে যাপন করে।
সুযোগ পেয়ে, ব্যস্ত হয়ে
আস্‌ছে অগণন,
কোলের ছেলে গৃহে ফেলে
বঙ্গ নারীগণ।
গৃহের কোণে আপন মনে
ছিলেন কুলবালা,
খবর পেয়ে বাধল শিকে
ইষ্ট জপের মালা।

টাকা দুয়ানী, সিকি একানী,
যেখানে যাহা ছিল,
গঙ্গা স্নানে, তুষ্ট মনে,
সকল বেঁধে নিল।
ঘরের দোরে, কবাট মেরে,
অর্গল এঁটে যায়,
রাস্তায় এসে, ডাক্‌ছে শেষে,
মেজো দিদি আয়।
পুরুষ যারা, স্বাধীন তারা,
চলছে সারি সারি,
ঋষি তাপসী, দেশ বিদেশী,
পাপী দুরাচারী।
নয়ন হীন ভিখারী দীন,
রাজ রাজেশ্বর
খঞ্জ বিকল, অন্ধ অচল,
সবাই অগ্রসর।
জাহ্নবীতে, স্নান করিতে,
মনের আকিঞ্চন।
বরষ ভরে, যতন ক'রে,
বাঁধ্‌ছে কত ধন,
বড় সহরে, লোকের ভিড়ে,
হুড় পড়েছে ভারী,
সুযোগ পেয়ে যাত্রী নিয়ে,
চল্‌ছে ঘোড়া গাড়ী,

বাঙ্গালী মেয়ে, উলু দিয়ে,
ঘোড় গাড়ীতে যায়,
পুরুষ ছেলে, গঙ্গা বলে,
চলেছে পায় পায়।
প্রভাত কালে, নদীর কূলে,
যা'ত্রী দলে দলে,
রবির দিকে, তাকায়ে দে'খে,
ডুব দিয়েছে জলে,
দানের থালা, ফুলের মালা,
সাজায়ে থরে থরে,
কর্‌ছে দান, উপাদান,
ষোড়শোপচারে।
গরীব যারা, বলছে তারা,
কি করিরে ভাই,
এ তিথিতে, দান করিতে,
আমার কিছু নাই।
ডাব, কলা, ফুল, কমলা,
দিচ্ছে গঙ্গা মায়,
ভক্তি ভরে, বলছে তারে,
ত্রাণ কর আমায়,
শুনেছি বটে, শিবের জটে,
কুলু কুলু ধ্বনি,
সশরীরে, হের যারে,
পতিত উদ্ধারিণী।

সুখ কোথা।

আমি যারে সুখী বলি সুখী সেই নয়,
সুধালে তাহার কাছে
বলে সে অভাব আছে,
চির বন্ধ্যা আমি ওগো, শূন্য এ আলয়।

আমি যারে সুখী বলি, নৃপতি ধনেশ,
সুধালে তাহার কাছে
বলে সে অভাব আছে,
প্রজার পালন চিন্তা নাহি সুখলেশ।

আমি যারে সুখী বলি, সুখী সেই নয়,
সুধালে তাহার কাছে
বলে সে অভাব আছে,
শোকানলে দগ্ধ হৃদি সদা বিষময়।

এই রূপে ক্রমে ক্রমে শুধালেম কত
নাহি দেখি ধরাতলে
আমি সুখী কেহ বলে
তবে কিরে সুখ নাই কারো মনোমত।

কবি বায়রণের জন্মভূমির নিকট বিদায়।

ইংলণ্ডে প্রধান কবি খ্যাত বায়রণ
জনম ভূমির কাছে
বিনয়ে বিদায় যাচে
গদ গদ মৃদু ভাষা সজল নয়ন।

ফিরিতে বাসনা নাই,
জনম বিদায় চাই,
তব অঙ্ক ছেড়ে যেতে ব্যথিত হৃদয়।
এত দিন তব কোলে
আনন্দে ছিলাম ভুলে.
তব দানে পানাহারে বর্দ্ধিত একায়,
দাও মা দাসেরে বিদায়।

আজ তব অঙ্ক হতে
চলেছি অর্ণব পোতে
জানিনা কালের স্রোতে যাইব কোথায়।
কর মোরে আশীর্ব্বাদ
পুরে যেন মন সাধ
তব শান্তি সুধা যেন বহে এ শিরায়।
দাও মা দাসেরে বিদায়।

দাও মা আশীষ করে
হই যেন তব বরে
বিজয়ী সমর ক্ষেত্রে অরি দলে পায়।

তব বরে কোন দিন
নাহি হয় বল হীন
রই যেন বলীয়ান যথায় তথায়
দাও মা দাসেরে বিদায়।

ওই সূর্য্য অস্ত যায়
আরোহী ডাকিছে আয়,
থাকিতে পারিনে আর দাওমা বিদায়।
প্রভাতে হেরিব যবে
সে সূর্য্য নূতন হবে
হেরিবনা জন্মভূমি কভু পুনরায়
দাও মা দাসেরে বিদায়।

জনম ভূমির কাছে
সুদৃশ্য কোথায় আছে
নাহি জানি কোন স্থান বিপুল ধরায়
তব সম সমাদরে
কে বাঁধিবে স্নেহ ডোরে
স্বর্গাদপি গরীয়সী এমন কোথায়
দাওমা দাসেরে বিদায়।

ওই সৌধ অট্টালিকা
চিত্রে বিচিত্রিত আঁকা
শৈবালে আবৃত হবে ওই সৌধ কায়

নিঝুম ও অন্তঃপুর
রবেনা ভৃঙ্গের সুর,
ফুটিবেনা ফুল আর বিষাদ ছায়ায়,
দাও মা দাসেরে বিদায়,

ওই তোরণের কাছে
নীরবে শায়িত আছে
পালিত কুকুর মম ব্যথিত ব্যথায়,
হয়ে আজ প্রভু হারা
ফেলিছে আঁখির ধারা
আহা কিবা নিঠুরতা করিলাম তায়,
দাও মা দাসেরে বিদায়।

নীল নভ নীল জল,
একাকার জল স্থল,
অদৃশ্য হতেছে ক্রমে আঁখি যাহা চায়।
বিদায় বিদায় মাতঃ
বিদায় জন্মের মত
ছেড়ে যেতে তব অঙ্ক চিত নাহি চায়।
দাও মা দাসেরে বিদায়।

গরজি উঠিছে সিন্ধু,
লইয়ে প্রতিভা ইন্দু,
উত্তাল পাতাল করি পোত বয়ে যায়।

নৈশ গগণের পরে
বায়ু সঞ্চরণ করে
হতাশের দুঃখ শ্বাস ফেলে যেন তায়।
ছেড়ে স্বর্ণ জন্মভূমি চলেছি কোথায়,
দাও মা দাসেরে বিদায়।

প্রণাম, প্রণাম, মাতঃ
চলিল তোমার সুত,
চির জীবনের মত লইয়ে বিদায়।
আমা হ'তে গুণযুত
জন্মিবে অনেক সুত
অধমে রাখিও মনে এই ভিক্ষা পায়,
তব ক্রোড় হ'তে মাতঃ লইনু বিদায়
দাও মা দাসেরে বিদায়।

পৌত্রের জন্ম।

কেন রে বাজিল এ হৃদয় বীণা
মধুর লহরী তুলিয়া হরষে
কেন রে ধরণী আনন্দে বিভোর
শ্যামলা সুফলা এ নব বরষে।

দীনের কুটীরে আজ সুপ্রভাত
শুনিনু মধুর সে শুভ বারতা,
কোন ব্রতে আমি হয়েছিনু ব্রতী
তাই অনুকূল হয়েছে দেবতা।

কে তুমি এসেছ পুণ্যের প্রতিভা
ত্রিকুল উদ্ধারে অনন্তের দান।
পতিত জনের করিতে মুকতি
উদার করুণ বিভু তব প্রাণ।

নূতন বরষে এ নব প্রসূন
স্নেহ লতিকার হয়েছে বিকাশ,
অক্ষয় অটল থাক চিরদিন,
দিগন্ত মোহিয়া ছুটুক সুবাস।

বিভুর অর্পিত কোমল কুসুম,
নাহি লাগে যেন কীটের দংশন,
বিষম সংসারে ঝটিকা বহিয়া,
কণ্টকে করেনা যেন নিপীড়ন।

দেব আশীর্ব্বাদে দীর্ঘজীবি হয়ে,
মহাবলে বাছা হও বলীয়ান।
পরের মঙ্গল সাধিও যতনে
চাহিওনা কভু তার প্রতিদান।

শ্রীক্ষেত্র।

আছাড়ি পড়িছে ঐ সিন্ধু রত্নাকর,
ধুনিত কার্পাস প্রায়
শত ঊর্ম্মি বেগে ধায়
অবিরাম গতি সদা যুগ যুগান্তর।

নীল নভ নিরাকার অকূল দুকূল
ভানুর উদয় তায়
সুবর্ণ কলসী প্রায়
মানবে দেখায় নিত্য নয়নের ভুল।

ঊষার লোহিত ছবি অনন্তে বিতরি
তেজ পুঞ্জ ধরি কায়
ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠে যায়,
প্রতিবিম্ব হৃদে লয়ে ছুটিছে লহরী।

বিমান পরশি তটে উড়িতেছে ধ্বজা,
বিচিত্র মন্দিরে তায়
কিবা চারু শোভা পায়,
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা অনুজা।

হেথা নাহি জাতি ভেদ উচ্ছিষ্ট বিচার,
এক পাত্রে পঞ্চ বর্ণ,
ভোজন করেয়ে অন্ন,
একাদশী নাহি হেথা বিধবা আচার।

এই পুণ্য তীর্থ ধামে কত শত জন,
নগ্ন পদে কক্ষে ঝোলা
উত্তরিয়া হৃদ দোলা
অনশনে হৃষ্ট মনে লভিত চরণ।

নাহি আর সেই ক্লেশ প্রভুর দর্শনে,
আরোহি বাষ্পীয় রথ
ত্বরিতে চলিছে পথ
বাসনা পুরণ করে যাহা কিছু মনে।

নমি এই পুণ্য তীর্থ শ্রীক্ষেত্র মহান্
নমি প্রভু কৃপাসিন্ধু
নিঃস্ব কাঙ্গালের বন্ধু
এ দীনেরে জগবন্ধু দিও পদে স্থান।

পিতৃ গৃহে।

স্নেহময় পিতৃদেব কঠিন পীড়ায়,
রয়েছেন কিছুদিন শায়িত শয্যায়।
সহসা ব্যাকুল মন,
দেখিতে সন্তানগণ,
জাগিল অতুল স্নেহ পীড়িত অন্তরে,
অচিরে পাঠান বার্ত্তা দুর দূরান্তরে।

তাড়িতে পাইয়া বার্ত্তা চলিনু ত্বরিতে,
শঙ্কায় আকুল চিত্ত না পারি রোধিতে।
হেরিতে সে স্নেহময়,
বিলম্ব নাহিক সয়
হৃদয়ের ব্যাকুলতা অধীর এমন,
মুহূর্ত্তে উড়িয়া যেন করি দরশন।

উতরি অনেক পথ হতাশ পরাণ,
কোথায় এসেছি এবে করিনু সন্ধান ;
নাহি আর বেশী দুর
এসেছি জামালপুর
এই মম জন্মস্থান শোভার ভাণ্ডার
এই খানে দয়াময়ী নমি শতবার।

এই সেই পুণ্যময় পিতার ভবন,
যাঁহার দর্শন হেতু ব্যাকুলিত মন,
হেরিনু সে স্নেহময়,
কথঞ্চিত নিরাময়,
ক্ষীণ দেহ হেলাইয়া উপাধান পরে,
তৃষিত নয়নে পিতা দেখেন সবারে।

কত আশা লয়ে প্রাণে মিলি ভগ্নী-ভাই,
পিতৃদেবে হেরি সবে জীবন জুড়াই,
তনয় তনয়াগণে,
রাখিয়া সুদূর স্থানে,
মরমের ব্যথা ভুলি আনন্দে মগন,
জীবনে এমন দিন হবেনা কখন।

বহু দিবসের আশা জাগ্রত হৃদয়ে,
পঞ্চ ভগ্নী মিলি মোরা পিতার আলয়ে।
আশায় উতরি পথ,
পুরিলনা মনোরথ,
পঞ্চ সহোদর সনে হ'লনা মিলন,
সর্ব্ব আশা পূর্ণ আহা হয়না কখন।

সুখের জনমভূমি শান্তিময় স্থান,
নন্দন কানন হেন স্বর্গের সমান।
আসিয়াছি সেই খানে
হেথা সব ভগ্নীগণে
এই খানে দেখায়েছি ধরি ক্ষুদ্র কর
পুতুলের বাড়ী হেথা পুতুলের ঘর।

শৈশবের ধূলা খেলা হেরিনু সকল
আরও আনন্দে মম হৃদয় বিহ্বল।
কত হুলু ধ্বনি দিয়ে
পুতুলে দিয়েছি বিয়ে
কোথায় খেলার সাথী তাহারা এখন
কোথা সে সুখের দিন গিয়েছে এমন।

আরও সুদৃশ্য কত পড়িতেছে মনে,
কি আনন্দ পাইয়াছি শৈশব জীবনে।
এইত পবিত্রস্থান
চতুর্দ্দোলে দুল্যমান
বিচিত্র প্রাসাদ মাঝে দেখ বোন ওই,
বিরাজেন চতুর্ভুজা দেবী দয়াময়ী।

করুণা কল্যাণময় পিতার ভবন,
হেথা লয়ে আত্মপর বহু পরিবার
বিরাজেন পিতা মম
নির্লিপ্ত ঋষির সম
আপন আরাধ্য তার নয়ন সুমুখে
স্মিত মুখে কাটে দিন ভাবাপ্লুত চোখে।

কোথা মা জননী, আজি হের গো নয়নে,
অপূর্ণ মিলন হেথা তোমার বিহনে,
পূণ্য করে ছিলে তুমি
আপনার গৃহ ভূমি
দেহ মাতঃ পদরেণু মাথায় আমার
জন্ম জন্ম পূজি যেন চরণ তোমার।

নবীন স্মৃতি।

তরুণ অরুণ আজি হয়েছে মলিন
পরিয়াছে শোকাহার
চারিদিক অন্ধকার
কিসের বিষাদময় আজিকার দিন।

কেনবা বিষাদ গীতি গায় পাখীগণ
হৃদয়ে অনন্ত ব্যথা,
জানায় দুঃখের কথা,
বুঝিতে না পারি তার অস্ফুট বচন।

নবীন সুধাংশু আজি পড়িয়াছে খসি,
সুপ্রসিদ্ধ কবিবর,
অস্তমান সে ভাস্কর,
তাই আজ অশ্রুনীরে ভাসে বঙ্গবাসী।

যে রচিল রৈবতক পাণ্ডবের লীলা,
যাহার অপূর্ব্ব কথা
অমিতাভে আছে গাথা
শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থ গোপা শান্তশীলা।

রচিল 'প্রবাস যাত্রা' অপূর্ব্ব কথন,
'সিরাজদ্দৌলার' কথা
পলাশীর যুদ্ধে গাথা
রক্ত আর তরবারী কামান গর্জ্জন।

নাহি আর সে নবীন মোদের ধরায়
আঁধারিয়া বঙ্গভূমি
হয়েছেন স্বর্গগামী
গিয়াছে অমর আত্মা অমর আলয়।

যাহার মধুর কণ্ঠে পূরিত গগণ
সে বীণা বাজেনা আর,
চির তরে ছিন্ন তার
শোকের সঙ্গীতে পূর্ণ বঙ্গের প্রাঙ্গন।

মোহবশে শোক করি আমরা অবোধ,
কবি কিন্তু ঘরে ঘরে
রহি নিজ শ্লোক স্তরে
কালে করি জয় দেন আশ্বাস প্রবোধ।

যায়নি বঙ্কিমচন্দ্র হেম শশধর,
আজিও তাঁদের লিপি
জনগণে দেয় প্রীতি
অশরীরে আজো তাঁরা মোদেরি ধরার।

কবির বিলয় নাই, নাহি জীর্ণ জরা
তাঁদের মধুর কথা
অক্ষরের স্তরে গাথা
নবীন আলোকে দীপ্ত করে এই ধরা।

প্রবাসে পুত্র।

দেবদুত সমীরণ রাখ এ মিনতি,
আমার সংবাদ লয়ে চল শীঘ্র গতি,
আশায় আশায় প্রাণ রাখিলাম বাঁধিয়া।

পরাণ তনয় মোর গিয়াছে প্রবাসে,
বারতা না পাই তার বর্ষ যায় আসে,
হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে সে মুরতি ভাবিয়া।

সহজে চিনিবে তারে ওহে সমীরণ,
ললাট প্রশস্ত তার আয়ত নয়ন,
সৌভাগ্যের রেখা ভালে শিরসিঁতি লম্বিয়া।

কুঞ্চিত চিকুর গুচ্ছ, বদন সুন্দর
কোমল কপোল তার অলক্ত অধর,
ললাটে জ্ঞানের জ্যোতি উঠিয়াছে ভাতিয়া।

সোণার বরণ সেই আমার তনয়,
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর সে গো কখন ত নয়
দেশ প্রেমে মগ্ন সে যে তুচ্ছ ভেদ ভুলিয়া।

পরম দয়াল সে যে গুণের আকর,
হিংসা দ্বেষ নাই তার পবিত্র অন্তর
অপরে আপন করে মায়া ডোরে বাঁধিয়া।

অপূর্ব্ব মূরতি তার দেবতার তুল,
নর মাঝে পুত্র মোর জগতে অতুল,
ধরায় পাঠাল' বিধি নিরুপম গড়িয়া।

বলিও বলিও তারে মম সমাচার,
তব তরে জননীর বহে অশ্রুধার,
শ্রাবণের ধারা হেন বক্ষঃস্থল বহিয়া।

পলকে ভ্রমিতে পার বিশ্ব চরাচর
অবাধ তোমার গতি প্রান্তর নগর
উদ্দেশ করিও তার সব ঠাঁই খুঁজিয়া।

ব'লো ব'লো সমীরণ ব'লো তুমি তারে,
সেই সে পরাণ মম এ দেহ পঞ্জরে,
রহিতে পারি না আর তাহারে ছাড়িয়া।

স্তব্ধ মৌন গৃহ মাঝে স্তিমিত আলোকে,
আনিবে তাহারে তুমি দীর্ণ মাতৃ বুকে,
আশায় রহিনু আজ তব পথ চাহিয়া।

দোল।

সুখদ বসন্ত নির্ম্মল গগণে,
আনন্দে উজ্জল পূর্ণিমা শশী,
নিকুঞ্জ কাননে ব্রততী অন্তরে
মাধব বাজায় গোকুলে বাঁশী।

তমাল শাখার দোলায়ে ঝুলন,
যুগল মূরতি স্থাপিয়া তায়,
ফাগুসে উড়ায় যতেক রমণী,
মধুর মিলন হরষে গায়।

আজিকার দিনে তাইত মানব
শ্রীরাধা মাধবে তুলিয়া দোলে,
আবির অঞ্জলি করিছে অর্পণ
রঞ্জিত করি ও পদ কমলে।

আজিরে বসন্ত রক্ত রাগে রাঙ্গা
শ্রীকৃষ্ণের দোল নয়নে হেরি,
হৃদিমঞ্চ দোলে দোলাই সতত
নয়ন মুদে হেরি সে মাধুরী।

সতী।

কি শুনিরে আজ ভীষণ বারতা
পতি সনে হয় সতী সহমৃতা
মরমে পশিয়া সে বিষম কথা
তরাসে শিহরি উঠিছে কায়।

কলিতে হেরিয়া দ্বাপরের রীতি
প্রতিকণ্ঠে গায় সে অপূর্ব্ব গীতি
হৃদয় সবার শোকাকুল অতি
আত্মীয় পর যে আছে যেথায়।

অন্তঃপুরে বসি পতিপ্রাণা সতী
কুসুমের হার ভক্তিভরে গাঁথি,
চন্দনে কুঙ্কুমে সাজাইয়া পতি
সজল নয়নে নিরখে তায়।

বিবাহের দিনে হইল সজ্জিত
কিরীট ভূষণে মস্তক মণ্ডিত
উৎসবের বেশে ক্ষীণাঙ্গ শোভিত,
সে দিন আবার আজিকে হায়।

কহে—সপ্তবার তোমা করি প্রদক্ষিণ
পরাইনু হার আনন্দে সেদিন
আজীরে মিলন শ্মশানে নবীন
নবকুশণ্ডিকা মোদের আজ।

ভগন হৃদয়ে প্রশান্ত বদনে
বেশ ভূষা করি বিবিধ রতনে,
পাটল বসন আজি পরিধানে
সাজিলা নূতন বিবাহ সাজে।

মহাযজ্ঞ স্থলে হয়ে উপনীত
জন সংঘ হেরি নহে বিচলিত,
সহাস্য বদন চিত্ত উল্লাসিত,
অন্তরের জ্যোতি নয়নে জ্বলে।

শ্মশানের শয্যা হয় নিরমাণ
ইন্ধনে রচিত শেষ উপাধান,
প্রজ্বলিত বহ্নি উঠে দীপ্তিমান
সিন্দুর রক্তিমা দিগন্তভালে।

সে দিনের সে কাহিনী করুণ,
জনরবে শুনি কুল নারীগণ,
ত্বরায় আসিয়া করে দরশণ
নয়ন আসারে ভিজায়ে ধরা।

চঞ্চল সমীরে উড়িছে কেতন,
সহস্র শিখায় জ্বলে হুতাশন,
উঠিছে সে ধুম আঁধারি গগণ
চির আয়ুস্মতী দাঁড়ায়ে ওই।

অগ্নি প্রদক্ষিন করি বার বার,
প্রতিপদে সতী করি নমস্কার,
যেখানে নিম্নত আপন কান্তার
জ্বলন্ত অনলে প্রবেশে ওই।

ধন্য ধন্য সতী ভারতের নারী,
যুগে যুগে তব কীর্ত্তি গাথা স্মরি,
তোমার সে পুণ্য সাগরের বারি
অঞ্জলি ভরি পিয়া ধন্য হই।

প্রয়াগ।

আনন্দে স্মরিয়া চলিনু ছুটীয়া
পবিত্র প্রয়াগ ধাম
স্বচ্ছ গঙ্গা জলে যমুনা মিলিয়ে
ত্রিবেণী যাহার নাম।

হেথা আসি তবে চলি যাত্রী সবে
পূজিতে অক্ষয় বট
লয়ে ফুল অর্ঘ প্রবেশিয়া দুর্গ
লভিনু চরণ তট।

গিরি গুহাকারে নিম্নে অন্ধকারে
রচিত সোপান স্তর
আলোক প্রজ্বালি পদে পদে চলি
মিলি সবে পরস্পরে।

অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তি যশোময়
পুরাতন দেব দেবী
মার্কণ্ড দুর্ব্বাসা শীতলা মনসা
পুণ্যের প্রতিভা ছবি।

অনেক প্রতিমা গুণের গরিমা
বর্ণনে শকতি হীন
অতৃপ্ত নয়নে করিছে দর্শন
অগণ্য ধনেশ দীন।

ওই পুণ্যময় বিটপী অক্ষয়
বিরাজিত যুগে যুগে
নাহি ফল পত্র শাখা দুটী মাত্র
বিজড়িত যেন দুঃখে

আদি তরুবর অক্ষয় অমর
আদি দেব নারায়ণ
কিছু নাই যবে নিরাকার ভবে
আদ্য তোমার সৃজন।

অতল ভূতল ধরা রসাতল
প্রলয় পয়োধি বারি
ঘোর অন্ধকার হেরি নিরাকার
তব পত্রে ভেসেছিল হরি।

কুরু ক্ষেত্র হেরি তব উচ্চশিরে
বসিয়া ভূষণ্ডী কাক
ক্ষত্রিয় রুধিরে পুরিয়া উদর
চঞ্চুপুটে বাজাইত ঢাক।

সেই স্মৃতিময় শ্রীবট অক্ষয়
নমি এই লীলা ক্ষেত্র;
কোল দিয়া তোমা হই পূর্ণ কামা
নমি প্রয়াগ পবিত্র।

অশোক রচিত কীর্ত্তি সুকল্পিত
খোদিত গাত্র যার
ইতিহাসে যায় শুনি সবিস্তার
সেই স্তম্ভ বিরাজে হেথায়।

প্রশস্ত প্রাঙ্গন করি বিচরণ
বাহিরিয়া দুর্গ দ্বারে
পরিখা উতারি হেরি পূণ্য বারি
প্রণীপাত করি যারে।

নমো নমো গঙ্গে তরল তরঙ্গে
নমোতীর্থ ভাগিরথী
পতিত পাবনী অধম তারিণী
নমি গঙ্গে সরস্বতী।

ভরদ্বাজ আশ্রম।

এই সেই পূণ্যাশ্রম করি দরশন,
রাবণে বধিয়া রাম
এসে এই পূণ্য ধাম
এইখানে করিলেন আতিথ্য গ্রহণ
এই সেই ভরদ্বাজ মুণির আশ্রম।

মন্দিরে পূজিত হর
নিম্নতলে মুণিবর
মহাতপা ভরদ্বাজ ধ্যানে নিমগন
হেথায় করেন রাম আতিথ্য গ্রহণ।

রাবণে ব্রহ্মত্ব ছিল
বধে পাপ উপজিল
ছত্র দণ্ড নিতে মুণি করিয়া বারণ
উপদেশ দেন রামে কোটী শিবার্চ্চণ।

পূজি কোটী মহেশ্বর
পূত করি কলেবর
অযোধ্যায় চলিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
হেথায় করেন রাম কোটী শিবার্চ্চণ।

কত যুগ যুগান্তর,
বয়ে গেছে তারপর,
আজিও রয়েছে স্মৃত আশ্রম পবিত্র
নমি এই পুণ্য স্থান নমি এই তীর্থ।

একা।

একাকী এসেছি ভবে,
একাকী যাইতে হবে,
সাথী কেহ নাই মম এ বিশ্ব সংসারে।

কুশ বেঁধে হাতে হাতে,
বিধির বিধান মতে,
উদ্বাহ বন্ধনে পিতা সঁপিলেন যাহারে।

দুর্গম কালের পথে
সেও ত যাবেনা সাথে,
একাকী যাইতে হবে অনন্ত নিলয়ে।

জীবন ফুরায়ে যায়
দেখিয়ে দেখনা তায়,
বুকভরা কত তৃষা জাগে সঙ্গোপনে।

পশ্চাতে মরণ আসি
গোপনে গোপনে হাসি
জানায় শেষের কথা নিত্য কাণে কাণে।

চালাতে আমার রথ,
সুগম করিনি পথ,
শেষের সেদিন মনে পড়ে অনিবার।

দয়াময় দিও আলো
দয়ার বর্ত্তিকা জ্বেলো,
পথভ্রান্ত হয়ে যেন না ফিরি আবার।



কাশীধাম।

দূর হতে হেরি ওই কিবা মনোহর,
কি সুদৃশ্য ধরাতলে,
অমরা কাহাকে বলে,
এইত অমরাবতী নয়ন গোচর,
বিরাজিত অন্নপূর্ণা সহ বিশ্বেশ্বর।

নীচে বহে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর নীর,
বিখ্যাত বরুণা অসী
তারি তটে বারানসী
স্বর্ণচূড়শীর্ষ অই বিচিত্র মন্দির,
দোলায় পতাকা শত মৃদুল সমীর।

শুভ্রকায় অর্দ্ধাবৃত এই শিবমঠ,
সৌধময় মালা গাঁথা
আধ আবরিয়া পাতা
বিপুল জাহ্নবীকূলে দাঁড়ায়েছে বট,
প্রদোষে প্রদীপ মালা উজলিছে তট।

শিলায় রচিত সারি সোপানের স্তর,
পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে করি,
বালবৃদ্ধ যুবা নারী,
হেলায় চড়িছে সিঁড়ি ক্রমে উচ্চতর,
দূর হতে দৃশ্য তার কিবা মনোহর।

শিবময় কাশীধাম আনন্দ ভবন,
পঞ্চ ঘাটে পঞ্চ ছত্র,
নীচে দ্বিজ পড়ে মন্ত্র,
সফল তিলক তরে চলে যাত্রীগণ,
করে লয়ে অর্ঘ ডালা কুসুম চন্দন।

হরিনাম।

নমো নমো হরি নমো নারায়ণ
সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি পীতাম্বর
নমঃ বিশ্বরূপ নমো নারায়ণ।

ত্রেতায় সম্ভূত আজানুলম্বিত
বাহু সুশোভিত কোদণ্ড বলয়
দানব দমন অহল্যা তারণ,
নমস্তে সাকার, যুগান্তে বিলয়।

দ্বাপরে জনম নন্দের নন্দন
মুরলী শোভিত শ্রীকর কমলে,
কংশ বিনাশন মদন মোহন
বঙ্কিম সুঠাম বসতি গোকুলে।

কলিতে গৌরাঙ্গ করেছে রঙ্গ,
নামের তরঙ্গ উথলে নদীয়া
পীতাম্বর হরি মধুর মাধুরী
গাইছে নাগরী আনন্দে মাতিয়া।

সুধা হরিনাম, গেয়ে অবিরাম,
পুরি মনস্কাম চৈতন্য উদাসী
তাঁহারি কীর্ত্তিত হরি নামামৃত,
হৃদয় পুরিত গাহে বিশ্ববাসী।

হরি গুণাধার, অদিতি কুমার
বলিরে ছলিতে হইলে বামন,
পদ দিয়ে শিরে পাঠালে তাহারে,
পাতাল আঁধারে করিয়া ছলন।

লীলাময় হরি বস্ত্ররূপ ধরি
দ্রৌপদী আবরি কৌরব সদন
হয়ে শ্যাম বাঁকা দিলে তারে দেখা
পাণ্ডবের সখা শ্রীমধুসূদন।

পতিত পাবন অধম তারণ
ব্রহ্ম সনাতন হরি গুণাধার,
দয়াময় হরি তব নাম ধরি
শত দুখ হরি যাতনা অপার।

বলি হরি হরি ওই পদে স্মরি
মধুর শ্রীহরি জগত আশ্রয়,
এ দেহ যখন হইবে পতন,
রাখিও স্মরণ দিও হে অভয়।

কমলে কামিনী।

সারি বেয়ে দাঁড়ি নেয়ে,
আনন্দে চলিছে ধেয়ে,
মিলায়ে মধুর তান তটিনী কল্লোলে,

উতরি তরঙ্গ মালা,
কালিদহে নিরখিলা,
কামিনী কমলে বসি দুলিছে হিল্লোলে।

করে ধরি করী গিলে,
ক্ষণে উগারিয়া ফেলে,
মৃদুল পবনে দোলে সহাস্য বদনে,

নিরখি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি,
শ্রীমন্ত বিস্মিত অতি,
নিবেদিলা শালবান নৃপতি সদনে।

শালবান নরপতি,
বলে তারে অল্পমতি,
হবে তব প্রাণদণ্ড করিলে ছলনা।

শ্রীমন্ত বলেন বাণী,
ছলনা নাহিক জানি,
দেখাইব শতদলে রূপসী ললনা।

দামামা দুন্দুভি বাজে,
সসৈন্যে নৃপতি সাজে,
আগে দেখাইয়া চলে শ্রীপতি কুমার,

"ঐ পতাকার সারি,
ঐখানে সপ্ত তরী,
ঐ হের লীলাময় মহিমা অপার।"

নাহি দেখে নৃপবর,
ক্রোধে কাঁপে কলেবর,
কোতোয়ালে বলে বাঁধ সাধুর নন্দন,

সদাগর সুতে ধরে,
দক্ষিণ মশান তরে,
শ্রীমন্তের হস্ত করে শৃঙ্খলে বন্ধন।

"অনুতাপে দহে হৃদি,
কি মোরে করিল বিধি,
এ হেন রাজার রীতি না জানি কখন,

পিতার উদ্ধার তরে,
আসিয়া সিংহল পুরে,
রহিলাম কারাগারে নিগড় বন্ধনে।

কোথা মোর মাতৃরাণী,
কোথা সেই উজ্জয়িনী,
কোথা মম সপ্ততরী কোথা কর্ণধার,

কোথা পিতা ধনপতি,
না হইল তব গতি,
এইখানে জীব লীলা সমাপ্ত আমার।

তুমি মা যাত্রার কালে,
শুভাশিষ বেঁধে দিলে,
হের মা, তোমার সুতে বধিছে মশানে.

কোথায় চণ্ডিকা মাতা,
দুর্গতি হের মা হেথা,
কমলে কামিনীরূপ হেরিয়া নয়নে।

তুমি ওগো শক্তিভূতা,
ব্রহ্মময়ী গিরি সুতা,
অশক্ত কেন মা তবে বন্ধন মোচনে,

হয়ে কি মা আত্মহরা,
রাখিলে পাষাণী ধারা,
তিন নেত্রে হের তারা শ্রীমন্ত মশানে।

মশানে দাও মা দেখা,
রাখিয়ে অক্ষয় লেখা,
প্রাণ ভিক্ষা দাও তব তনয়ে তারিণী.

দেখা দিয়ে শতদলে,
পুনঃ কোথা লুকাইলে,
মশানে এসগো তারা বিপদ বারিণী।

নাহি জানি স্তব স্তুতি,
ক্ষম ওগো আদ্যাশক্তি,
দুস্তরে নিস্তার কর শঙ্করী অভয়া,

মহামায়া খ্যাতনামা,
নৃমুণ্ড মালিনী শ্যামা,
বিসর্জ্জিলা নাম উমা পাষাণ তনয়া।"

শুনিয়া ভকত বাণী,
করুণ অন্তর রাণী,
মহাকালী রূপ ধরি আসিলা মশানে,

লোল জিহ্বা রক্তধারা,
তীক্ষ্ণ ধার করে খাঁড়া,
মাভৈঃ মাভৈঃ রব উঠিছে সঘনে।

কোতোয়াল কম্পবান,
পালায় লইয়া প্রাণ।
শুনি নৃপ শালবান অপূর্ব্ব কাহিনী,

আপনি মশানে আসি,
দেখি বামা অট্টহাসি,
ভয়ঙ্করী মহাকালী ত্রিশূল ধারিণী।

গলবস্ত্র হয়ে রাজা,
কালীকারে করি পূজা,
শ্রীমন্তেরে নিজ সুতা করিল অর্পণ।

শ্রীমন্ত আনন্দ মানে .
নিবেদিয়া রাজস্থানে,
কারাগারে করে মুক্ত পিতার বন্ধন।

মুক্ত হয়ে ধনপতি,
প্রফুল্ল হৃদয়ে অতি,
চণ্ডির মহিমা গীতি করিয়া শ্রবণ,

ভক্তিভরে পূজা করি,
তুষিলা ভুবণেশ্বরী,
পুত্রসহ বধু লয়ে করিলা গমন।

দামামা দুন্দুভি কাড়া,
ঘাটে বাজে সপ্তস্বরা,
শুনি হুলু ধ্বনি করে খুল্লনা লহনা,

পুত্রবধু অঙ্কে ধ'রে,
প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে,
নানা উপচারে করে চণ্ডির অর্চ্চণা।

পতিহীনা।

বিষাদের ছায়াময়ী কে তুমি বাছনি,
ও বিধুবদন তোর,
বিষাদে রয়েছে ঘোর,
দিবসে সরসী মাঝে মুদিত নলিনী।

কে সাজালে তোরে বাছা যৌবনে যোগিনী,
দেখিতে পারি না আর,
শতধারা অশ্রুধার,
শুধু এক দীর্ঘ শ্বাস বিষাদের ধ্বনি।

আজিকে তোমার বালা পতির বিহনে,
এ হেন সোণার গায়,
বিভূতি ভূষণ তায়,
মুছে গেছে শোভারাশি তোমার জীবনে।

হারাইয়া ধ্রুবতারা কর্ম্ম পারাবারে,
আঁধারে আঁধারে ঘুরি,
ভাসিছে জীবন তরী,
সংসার চলিছ ত্যজি হয়ে আত্মহারা।

নাহি বাছা সমাজের নাহি কোন দোষ,
এই কর্ম্ম ক্ষেত্র মাঝে,
সুখ দুঃখ সবি আছে,
বিরূপ বলিয়া কারে করিওনা রোষ।

বিভুর অনন্ত লীলা এ বিশ্ব সংসারে,
তাঁর চক্রে অনুক্ষন,
ঘুরিছে মানব গণ,
দুঃখের অতলে কিংবা সুখের সাগরে।

অনন্ত এ মহাবিশ্ব অসীম বিস্তার,
তার মাঝে চক্র ঘোরে,
সুখ দুঃখ উঠে পড়ে,
কর্ম্মফলে জীবগণ কোথা স্থির তার।

কর্ত্তব্য সাধিতে বিশ্বে জন্মে নরগণ,
বহিবারে কর্ম্ম ফল,
হইওনা হীনবল,
সবল সহিষ্ণু হও বাঁধ নিজ মন।

সুখ দুঃখ দুদিনের জানিও সকল,
ভাবিলে জগৎময়,
সতী না বিধবা হয়,
সতীর হৃদয়ে পতি রহে সমুজ্জল।

মৃত্যু।

কি রবি উদিয়াছিল আজিকার দিনে,
বেলা অপরাহ্ন প্রায়
দিনমণি অস্ত যায়
বিষাদে ঢেকেছে বিশ্ব আজি কি কারণে

আনন্দ ভবন আজ নিরানন্দ ময়,
ভাসাইয়া বক্ষঃস্থল
ঝরিতেছে অশ্রুজল
অভাবের ছায়া এক ঢেকেছে আলয়।

একি হেরি পিতৃদেব ধূলির শয্যায়,
উঠিয়াছে হাহাকার
চারিদিক অন্ধকার
কি ভীষণ শোকশেল হৃদি ভেঙ্গে যায়।

কোথাগেলে পিতৃদেব ত্যজিয়া ভুবন,
আজি জীবনের লীলা
তুমি দেব সমাপিলা
আজি শেষ যবনিকা হইল পতন।

হে পিতঃ পরমন্তপ দীনের আশ্রয়,
কোথাহতে এসেছিলে
আজি কোথা চলে গেলে
পূণ্যের প্রতিভা দেব ছিলে জ্যোতির্ম্ময়।

সংসারে মোহের মাঝে অসাধ্য সাধনে,
সাধি জীবনের কাজ,
কোথায় চলিলে আজ,
দহিয়া আত্মীয়গণ শোক হুতাশনে।

সে রূপ সদাই হেরি জাগ্রত স্বপনে,
তবচিত্র হৃদে আঁকা
অতুল করুণা মাথা
অহরহ জাগে স্মৃতি আমার জীবনে।

ছিলনা ক্লেশের লেশ ব্যথিত পরাণ,
অম্বিকা ধেয়ানে নিত্য
বিজয়ী তোমার চিত্ত
তেয়াগিয়া কর্ম্ম লীলা করিলে প্রয়াণ।

সত্য গুণে বিভূষিত ছিল মহাব্রতী,
জপ তপ পুণ্য বলে
মিশি দেবতার দলে
যোগ্য ধামে হো'ক পিতা তোমার বসতি।

তুমিত চলিলে দেব অমর আলয়,
হয়ে আজ স্নেহ হারা
ভ্রমেতে বুঝিনা মোরা
শোকানলে দহে সদা দুর্ব্বল হৃদয়।

মহানিদ্রা লভি সুখে ধুলিতে শয়ান,
জনম করম ভুলি
মুক্তির কেতন তুলি
পরম পিতার কাছে করিলে গমন।

এস মিলে সবে মোরা ভ্রাতা ভগ্নিগণ,
পিতার মঙ্গল তরে
গাইসবে যুক্তকরে
সেই সত্য হরিনাম ব্রহ্ম সনাতন।

মরণের পরপারে তুমি মা এখন,
সেথাহতে হের মাতঃ
জীবন ত্যজিল পিতঃ
কর্ম্ম অন্তে পুনঃ লভ সে চির মিলন।

নবজীবন।

উঠেছে নবীন ভানু নব জ্যোতি ভাতিয়া,
নাই আর সেই দিন
উৎসাহ উদ্যম হীন
থাকিত যেমন পূর্ব্বে পর পন্থ চাহিয়া।

আনিত বিদেশ হতে
বাহিয়া অর্ণব পোতে
কাচ বিনিময়ে দিত কাঞ্চন ঢালিয়া,

হয়ে আলস্যের দাস
ব্যবসা করিয়া নাশ
সুলভের লোভে ছিল নিজ শিল্প ভুলিয়া।

হয়েছিল লক্ষ্মী হীনা
নহে কেন বঙ্গ দীনা
খ্যাত ছিল যার কারু সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া.

শক্তিময়ী পদ্মাসনা
হইয়া প্রসন্নমনা
বঙ্গে এসেছিলেন লক্ষ্মী পদ্মাসন মেলিয়া।

প্রভাতিল মোহ নিশি
জাগিয়াছে বঙ্গবাসী
সৌভাগ্য এসেছে ফিরে কর্ম্ম পথ বহিয়া,

পাইয়া নূতন দীক্ষা
লভেছে অনেক শিক্ষা
বঙ্গের যুবকগণ কত দেশ ঘুরিয়া।

তালা, চাবি, ছড়ি, ছাতি,
ছুরি, কাঁচি, মোম বাতি
ছোট হতে বড় দ্রব্য লইতেছে গড়িয়া।

স্বদেশের পুণ্য ভরা
ব্যবহারে ধন্য মোরা
ধন্য শিল্পকারগণ স্বদেশেরে সেবিয়া,

ঈশ্বরের কৃপাবলে
কভু যেন নাহি টলে
এই আশা করি সবে তাঁর নাম স্মরিয়া।

বিভক্ত বঙ্গ।

আজি সেই স্মরণীয় দিন
যে দিন মা বঙ্গ ভূমি, দ্বিখণ্ড হলে গো তুমি,
শুনিনু এ নিদারুণ বারতা কঠিন।
সে হতে প্রতিজ্ঞা করি পর পণ্য পরিহরি
মহাব্রতে ব্রতী মোরা রব চিরদিন।

আজি সেই স্মরণীয় দিন
আজি সে স্মৃতির দিনে, প্রতিজ্ঞা বন্ধন বিনে,
কি আছে ললনা হৃদে শুধিবারে ঋণ।
হৃদয়ের মহাবলে যতেক রমণী দলে
রাখিব এ মহাব্রত রব যতদিন।

আজি সেই স্মরণীয় দিন
সে দিন স্মরণ করি, মহামন্ত্র হৃদে ধরি,
হই যেন জন্মভূমি চরণে বিলীন
চাই নাকো পর পণ্য, বিলাস বাসনা শূন্য
স্বদেশের সেবা তরে সঙ্কল্প নবীন।

আজি সেই স্মরণীয় দিন
এস মা চরণে ধরি তোমার তপস্যা করি,
আনমা ভারতে ফিরে সৌভাগ্য সুদিন।
বহাইলে অশ্রুধার কত কি দেখাবে আর
এখনো হয়নি তার ফিরিবার দিন।

আজি সেই স্মরণীয় দিন,
কাহাকে বলিব আর ঘুচাইতে দুঃখ ভার,
ভারতের দেবনর দয়া মায়া হীন;
মেলিয়া বিশাল আঁখি, উঠমা ভারত লক্ষ্মী,
এই শুভ সভাস্থলে হওমা আসীন।

যুক্তবঙ্গ।

উষার উদয়ে আলোক ভরা,
আনন্দে আকুল বিপুল ধরা,
প্রভাত হইল নিশি।

জাগ মা ভারত, আনন্দময়ী,
মধুর গাহিছে বিহগ অই,
শাখায়, শাখায় বসি।

নবীন প্রভাতে আজিকে মাগো,
নবীন আলোকে পুলকে জাগো,
নয়ন মেলমা তুমি।

গগণ ভেদিছে বিজয় গানে,
আসিছে সম্রাট্ মহিষী সনে,
দেখিতে ভারত ভূমি।

নগর প্রান্তরে আলোক দাম,
প্রাসাদ হইতে দীনের ধাম,
কুসুমে সজ্জিত দ্বার।

আনন্দে সকলে পাগল পারা,
যুগল দর্শনে আপনা হারা,
লয়ে ভক্তি উপহার।

ভারত ব্যাপিয়া উঠিছে ধ্বনি,
এস রাজ্যেশ্বর সম্রাট্ রাণি,
সাধিতে মঙ্গল কাজ।

লাঞ্ছিত ভারত, বিদীর্ণ বুক,
সপ্ত বরষ পাইয়া দুখ,
সৌভাগ্য মিলিল আজ।

প্রজার রঞ্জনে নিবিষ্ট মন,
বিভক্ত বঙ্গে করিয়া মিলন,
রাজ আজ্ঞা ঘোষিল বিমানে

প্রজা পুঞ্জ পেয়ে সে মহাদান,
আনন্দ আবেগে অধীর প্রাণ,
মাতিল বিজয় গানে।

দীর্ঘ জীবন লভুন সম্রাট,
জয় নিনাদ উঠুক বিরাট্,
জয় জয় যশোগান।

হে বিভু অনন্ত করুণাময়,
ভারত যাচিছে সর্ব্বত্র জয়,
সর্ব্ব শুভ কর দান।

শারদীয়া পূজা।

শরৎ গগণে শশী উঠিয়াছে ভাতিয়া,
মুক্ত করি ঘন ঘটা,
উজলি নবীনচ্ছটা,
শোভিতেছে জল স্থল ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া।

টুপ্ টাপ্ শব্দ করি,
নিহার পড়িছে ঝরি,
ববষার ধারা শেষে শোক অশ্রু বহিয়া,

বিকাশি শেফালি কলি,
আনন্দে পড়িছে ঢলি
শরতের সুধা বায়ে ভূমিতল লুটিয়া।

শুভ্রবাসে বসুন্ধরা,
সেজেছেন মনোহরা,
সুধাংশুর সুধা ধারা পড়িতেছে ছড়িয়া,

শরতের আগমনে,
প্রকৃতি প্রফুল্ল মনে,
হাসিতেছে চারিদিক নব ভূষা পরিয়া।

বস্ত্র আর অলঙ্কার,
লয়ে প্রীতি উপহার,
প্রবাসী এসেছে ঘরে প্রিয়জনে স্মরিয়া,
জগৎ আনন্দে ভাসে,
চির মৌনী সেও হাসে,
হাসিতেছে রোগাতুর রোগজ্বালা ভুলিয়া।
মায়ের প্রতিমা গড়ে,
সাজায়ে না আশ পুরে,
আরম্ভিছে দুর্গোৎসব আবাহন করিয়া,
প্রতিপদে দ্বিজগণ,
স্বকার্যে নিযুক্ত মন,
করিতেছে চণ্ডিপাঠ মেঘ মন্ত্র তুলিয়া।
কৈলাসে শুনিয়া মাতা,
ভক্তিপূর্ণ স্তুতি গাথা
এসেছেন ব্রহ্মময়ী দশ ভুজ তুলিয়া।
সিংহপৃষ্ঠে দণ্ডমান,
গজানন, ষড়ানন,
লক্ষ্মী সরস্বতী দোঁহে দুই পার্শ্ব শোভিয়া,
বিরাজিত দশভুজা,
বঙ্গবাসী করে পূজা,
সহ সর্ব্ব উপচার ভক্তি অর্ঘ অর্পিয়া।

কুমার কাশ্যপের জন্ম।

জেত বনে যথা বুদ্ধ ভগবান,
কাশ্যপ মাতার বলিলা আখ্যান,
শিষ্য নরনারী উৎসুক আনন
শ্রবণে।

রাজগৃহ নাম নগর প্রধান,
একজন তথা শ্রেষ্ঠী গুণবান,
অতি রূপবতী কুমারী তাহার
ভবনে।

বণিকের গৃহে কন্যা মহামনা,
শৈশব হইতে ধর্ম্ম পরায়ণা,
প্রব্রজ্যা লইতে করিল প্রার্থনা
পিতারে।

পিতামাতা শুনি মানিল বিস্ময়,
একমাত্র দীপ তুমি এ আলয়,
নিদারুণ কথা শুনিয়া হৃদয়
বিদরে।

দেবদত্তে বর মনোনীত করি,
সমর্পিয়া তাহে আপন কুমারী,
পাঠাইল দোঁহে শুভ যাত্রা করি
সুদূরে।

গৃহিণী সাজিয়া নূতন ভবনে,
পতিপদ সেবে কৈশোর জীবনে,
কভু মুদি আঁখি নিরখে সে ধ্যানে
প্রভুরে।

একদিন তথা নগর উৎসবে,
বেশ ভূষা করি কুল নারী সবে,
দলে দলে সবে চলেছিল যবে
মাতিয়া।

পতি সম্বোধিয়া বলিল পত্নীরে,
দীননারী সম তুমি কেন ঘরে,
সর্ব্বস্ব জীবন দিয়াছি তোমারে
সঁপিয়া।

বেশ ভূষা করি বিবিধ রতনে,
যোগদান কর কুল নারী সনে,
উদাসীর ভাব কেন তব মনে
কিশোরে?

শুনি কহে শান্তা আঁখি ছল ছল,
হে প্রভু, বিশ্বে প্রত্যক্ষ সকল,
নশ্বর এ দেহে সাজিয়া কি ফল
উপরে!

নবদ্বার হতে হয় বহির্গত,
মল মূত্র আদি কত অবিরত,
মলভাণ্ড দেহ করিয়া চিত্রিত
কি হবে।

মৃত্যুশীল এ যে ব্যাধির মন্দির,
কৃমিকীট ভক্ষ্য মাংস রুধির,
শ্মশানের ভস্ম হবে এ শরীর
ভূলোকে।

পতিবলে মম বৃথা আয়োজন,
তব যোগ্য তবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
পরিধেয় হয় গেরুয়া বসন
ধারণে।

শান্তা কহে প্রভু কর আশীর্ব্বাদ,
দেহ সেই ব্রত পুরো মন সাধ
ক্ষমহ দাসীর শত অপরাধ
চরণে।

অর্হত্ত লভিতে শৈশবে বাসনা,
অনাথের নাথ পুরাও কামনা,
করি যেন হৃদে তোমারি সাধনা
বিজনে।

ভিক্ষুণীর বেশে ভিক্ষা পাত্র হাতে,
ধীরে ধীরে সতী পতি সাথে সাথে,
উপাশ্রয় বন চরমের পথে
চলিল।

ছিল অল্পদিন সসত্বা রমণী,
নাহি জানে তাহা পতি কি আপনি,
উপাশ্রয় আসি তাপস চারিণী
রহিল।

ক্রমে পরকাশ গর্ভের লক্ষণ,
কাণাকাণি করে ভিক্ষু নারীগণ,
প্রকাশিতে বলে সত্য বিবরণ
তাহারে।

শান্তা সহ চলে তবে উপাসিকা,
সত্ত কুবলয়ে গাঁথিয়া মালিকা,
লভিত্ত বুদ্ধের চরণ কণিকা
অচিরে।

যেথা বন বিথীকা উজ্জলি,
বসেছেন বুদ্ধ ত্রিজগৎ ভুলি,
চরণ নখরে খেলিছে বিজলী
সঘনে।

অনাথ পিণ্ডদ, বিশাখা; উপালী,
সব উপাসক উপাসিকা মিলি,
বুদ্ধ গুণ গাথা উর্দ্ধে বাহু তুলি
গাহিছে।

প্রবেশিয়া তথা ভিক্ষু নারীগণ,
বন্দিয়া প্রভুর যুগল চরণ,
বিস্তারিয়া পরে শাস্তা বিবরণ
বলিছে।

লহ প্রভু এর সত্য পরিচয়,
দেবদত্ত পত্নী অন্য কেহ নয়,
সসত্ত্বা ইহারে পতি নিরদয়
ত্যজিল।

দোষী কি নির্দ্দোষী করহ বিচার,
অন্তর্য্যামী প্রভু তুমি জান সার,
এত বলি তার তপ্ত আঁখিধার
ঝরিল।

শিষ্য সমবেত সন্ধ্যা আগমনে,
চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ ঘেরিয়া আসনে,
নৃপ প্রসেনজিৎ বিচারাসনে
বসিল।

শান্তা ইতিবৃত্ত করিয়া শ্রবণ,
পরীক্ষা করিতে প্রধানা যে জন,
যবণিকা আড়ে করেন প্রেরণ
নীরবে।

প্রধানা বলিল শুন হে রাজন,
যবে করেছিলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
ইতি পূর্ব্বে তার এ গর্ভ ধারণ
সম্ভবে।

সভাসদে ডাকি বলে নৃপমণি,
শুদ্ধমতী এই পবিত্র চারিণী,
উপেক্ষিল পতি নির্দ্দোষ রমণী
রতনে।

শান্তা উপাসিকা মহৎ হৃদয়,
জন্মান্তরে পুণ্য করিয়া সঞ্চয়,
বৌদ্ধ উপাশ্রয়ে পাইল আশ্রয়
প্রমাণে।

যথাকালে সতী প্রসবিলা সুত,
জ্যোতির্ম্ময় রূপে যোগী আবির্ভূত,
প্রকাশে চন্দ্রমা সদ্য প্রসূত
আনন্দে।

ভিক্ষু নারীদের ব্রত উদ্‌যাপন,
হয় না করিলে শিশুরে পালন, *
নৃপ অঙ্কে তাই করিলা অর্পণ
সন্তানে।

রাজপুরে শিশু হইল বর্দ্ধিত,
কুমার কাশ্যপ নামে পরিচিত,
সপ্তবর্ষে তার প্রব্রজ্যা গৃহীত
এ বনে।

কাশ্যপ জননী শান্তা নামে খ্যাত,
শুনি ধন্য সবে কুমারের জাত,
শিশু বুদ্ধদেবে করে প্রণিপাত
চরণে। *

ক্ষুদ্র।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল গুলি
সৌন্দর্য্যে শোভিছে ধরা,
আঘ্রাণে আকুল প্রাণ
ভিতরে অমৃত ভরা।

---

* বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ হইতে।

দুদিনে মরিয়া যায়
এতটুকু ক্ষুদ্র প্রাণ,
তবুও জগতে করে
আপন আনন্দ দান।

মধুকর মধু চক্রে
মধু করে আহরণ,
যেথানে যে টুকু পায়
ব'য়ে আনে অনুক্ষণ।

নাহি অলসতা জানে
নাহি হিংসা দ্বেষ মানে,
মধু লোভে মাতোয়ারা
গুণ গুণ গাহে গান।

সঞ্চয় হইলে পূর্ণ
অপরে হারিয়া লয়,
এহেন শ্রমের ধন
নাহি তার বিনিময়।

হোক সেই ক্ষুদ্র ভৃঙ্গ
তবু তার কত গুণ,
মহৎ হইতে সেই
কিছুতেই নহে ন্যূন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুঁতকীট
তুঁত বৃক্ষ পরে রয়,
অদ্ভুত রচণা করি
রেশম জনমে তায়।

তাহাতে গড়িয়া বস্ত্র
করে লোকে বিনিময়,
কার্পাসের বাস হতে
সমাদরে গৃহে লয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা গুলি
হেলে দুলে মৃদু বায়,
আশ্রয় বেষ্টন করি
পত্র আবরণে ছায়।

কোমল পেলব শীর্ষ
রমণীয় তনু তুল,
তাহারা বহন করে
গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষা ফল।

ক্ষুদ্র লতা বলি সেই
কভু নহে অনাদৃত,
তাহার সমান নহে
উচ্চশির তরু কত।

বিশ্বশিল্পী।

যে রচিল এই বিশ্ব
এমন সুন্দর দৃশ্য
নীলাকাশে হীরা পারা রজত ছটায়
নিশিথে উজলে শশী দিবসে লুকায়,

যাঁহার করুণা বলে
তরুশোভে ফল ফুলে
ষড় ঋতু বার বার ক্রমে আসে যায়
যে রচিল এই বিশ্ব সেজন কোথায়।

বসন্তে কুসুম রাজি
নব কিশলয়ে সাজি
মৃদুল পবনে দোলে কিবা শোভা পায়,

যাঁহার করুণা কণা
নিত্য করে উদ্দীপনা
আনন্দের পারাবারে উথলিয়া যায়
সদানন্দময় প্রভু সেজন কোথায়।

যে বিধির সুবিধানে
অজানিত তুটী প্রাণে
চির-জীবনের তরে এক হয়ে যায়
যাহার বন্ধনে জীব মোহিত ধরায়,

যাহার করুণাদানে
জননীর স্তন্য পানে
লভিছে কতনা সুখ মোদের ধরায়
বিশ্বময় বিশ্বরূপ সেজন কোথায়।

যাহার এমন দয়া
ধন প্রাণ সব দিয়া
অবিরাম স্নেহ রাজ্যে বসতি করায়
যখন যে প্রয়োজন সকলি যোগায়.

রবি শশী নভো পরে
যাঁহার কৌশলে ফিরে
অনল, অনিল, জল যার রচনায়
সর্ব্ব শক্তিমান প্রভু সেজন কোথায়।

তুলিয়া মধুর তান
যাহার মহিমা গান
বিহঙ্গম গায় বসি শাখায় শাখায়
বরষি অমিয় ধারা স্বর্গীয় সুধায়,

যাহার করুণা বলে
মায়কোলে শিশু দোলে
অধরে অমিয় হাসি নয়ন জুড়ায়
সর্ব্ব দেবেশ্বর যিনি প্রণমি তাঁহায়।

যাঁহার ইচ্ছায় হয়
সংযোগ বিচ্ছেদ লয়
জরা মৃত্যু ভোগ শোক যাঁহার ইচ্ছায়
বিশ্বচক্রে ঘোর জীব অনন্ত খেলায়,

স্বামী পুত্রে কেহ রয়
কেহ বা অক্ষম হয়
শোকের উচ্ছাস কারো হৃদি বয়ে যায়
যাঁহার বিচিত্র লীলা সেজন কোথায়।

মায়াময় এ সংসারে
আসে যায় বারে বারে
মিটেনা অতৃপ্ত আশা বেদনা জ্বালায়
মানব জীবন চলে অতৃপ্ত খেলায়,

দ্বার হীন শূন্য ঘরে
অনশনে ধ্যান করে
কালক্ষয় শেষ হলে ভেঙ্গে বাহিরায়
যাঁহার রচিত গৃহ সেজন কোথায়।

অবসান হলে বেলা
সমাপিয়া জীব লীলা
মানব লভিছে নিদ্রা অনন্ত শয্যায়
যাঁহার এ বিশ্বলীলা সেজন কোথায়।

কোজাগর।

সুখদ শরৎ নির্ম্মল গগণ,
পূর্ণ বিকাশিত আনন্দ মগন,
হাসিছে শুধাংশু এ শুভ লগণে,
মধুর মধুর হাসি।

জল স্থল ব্যাপী বিপুলা ধরণী,
উজলিছে প্রভা মানস মোহিণী,
এসেছেন লক্ষ্মী জগত জননী,
আজিকে পূর্ণিমা নিশি।

সাজাইছে গৃহ চিত্র আলিপনা,
সন্ধ্যা সমাগমে জ্বালে ধূপ ধূনা,
ভক্তি অর্ঘ লয়ে করিতে অর্চ্চণা,
পুরাঙ্গনা উপবাসী।

ক্ষীর সর ননী নানা উপচারে,
প্রতি ঘরে ঘরে পূজে লক্ষ্মী মা'রে,
কতই আনন্দে নিশি আজিকার,
জেগে রয় পুরবাসী।

ছোট বড় সবে সেজে গুজে যায়,
মনে নাই ক্ষোভ, অনাহুত তায়,
এমন আনন্দ বরষে কোথায়,
কোজাগরে মত্ত সবে।

কিছু নহে শুধু নারিকেল জল,
আতিথেয়তার সহজ সম্বল,
তাই পান করি মানিছে মঙ্গল,
আজিকার উৎসবে ।

কামাখ্যা ।

তুমি মা জননী, ভূধর বাসিনা,
ওই মা শিখর সুতা,
গহন গহ্বরে, পূজ্যা যন্ত্রাকারে,
নবরূপ শক্তিভূতা ।

বহে নির্ঝরিণী, কুল কুল ধ্বনি,
পুত মন্দাকিনী তথা,
স্পর্শ করি নর, মুক্ত কলেবর,
মোক্ষ পদ লভে হেথা ।

স্কন্ধে সতীশব, পাগল ভৈরব,
ভ্রমে বিশ্ব চরাচর,
বিষ্ণু চক্রাঘাতে পঞ্চাশেক ভাগে,
খণ্ড সতী কলেবর ।

একাংশ তাহার, এই পুণ্যাগার,
নীলগিরি নিবাসিতা,
কুমারী কল্পনা, ভক্তের সাধনা,
পূজিতা জগৎ মাতা।

হেথায় মন্দিরে, প্রণমিয়া শির,
পূত দেহ মানি সবে,
এই পীঠস্থান, কামাখ্যা প্রধান,
যন্ত্ররূপা নমস্তুতে।

খোকার হাসি।

কসিত কাঞ্চন জিনি,
উজ্জ্বল বরণ খানি,
প্রাণের খোকাটী মোর হেসে হেসে আয়রে।
দেখে তোঁর হাসি মুখ,
মনে বড় পাই সুখ,
দূরে যায় সব দুখ, নয়ন জুড়ায় রে।
সোণার খোকাটী মোর হেসে হেসে আয় রে।

গোলাপ মল্লিকা চাঁপা,
তব তুল্য আছে কেবা,
স্বর্গ পারিজাত তুই মরতে হেথায় রে।
অধর অলক্ত মাখা,
ও চাঁদ বদন রাকা,
মৃদু মৃদু হাসি তায় কিবা শোভা পায় রে।
সোণার খোকাটী মোর হেসে হেসে আয় রে।

স্বরগ হইয়া হারা,
নয়নে ফুটেছে তারা,
বদনে উজলে শশী জোছনা ছড়ায় রে।
সুন্দর ভুরুটী আঁকা,
রামধনু যেন বাঁকা,
কোমল কপোল দুটী কিবা শোভা পায় রে।
সোণার খোকাটী মোর হেসে হেসে আয় রে।

কালো মেঘ জিনি কেশ,
কুঞ্চিত মসৃণ বেশ,
বাহুলতা সুললিত কমনীয় কায় রে।
অস্ফুট মধুর ভাষা,
শ্রবণে অতৃপ্ত আশা,
নির্ম্মম পাষাণ তারো হৃদয়ে জাগায় রে।
সোণার খোকাটী মোর হেসে হেসে আয় রে।

তোদের লইয়া বুকে,
চিরকাল থাকি সুখে,
তোদেরি মঙ্গল শুধু এ হৃদয় চায় রে।
আনন্দ কাননে বসি,
হেরি ওই মুখ শশী,
আমার বাসনা বিভু রেখো তব পায় রে।
সোনার খোকাটী মোর হেসে হেসে আয় রে।

ইন্দুমতী ও অজ।

সূর্য্যবংশ জাত অজ নৃপমণি,
তরুণ অরুণ জিনিয়া কান্তি,
অযোধ্যায় যাঁর রাজ সিংহাসন,
প্রসাদে যাঁর প্রজার শান্তি।

সেই নৃপবরে মাথরের পুরে,
বরিলা কুমারী ইন্দুমতী,
তিন কোটী রাজা হইল বিমুখ,
স্বয়ম্বৃত রাজা অজের প্রতি।

বরমাল্য গলে নববধু লয়ে,
শুভ যাত্রাকরি চলিলা রথে,
সুপ্তি মগ্ন যবে আছিল রাজন,
নৃপগণ আসি ঘেরিল পথে।

৭

দয়িতে ডাকিছে মাথর দুহিতা,
নিদ্রা ত্যজি প্রভু নয়ন মেল,
তোমারে হানিয়া করিতে আমায়,
রণসাজে ঐ দেখ শত্রুরা এল।

চকিত হইয়া বীর চূড়ামণি,
কোদণ্ড টঙ্কারি হানিলা বাণ,
এক বাণে হয়ে সহস্র যোদ্ধা,
সমরে বধিল অরির প্রাণ।

পুলকিত চিতে করিল গমন,
বাজিল মঙ্গল দুন্দুভি ভেরী,
মুখরিত করি নগর প্রান্তর,
আসিল স্যন্দন অযোধ্যা পুরী।

রাজ সিংহাসনে নবীন দম্পতি,
কিছুকাল ধরি শেভিলা দোঁহে,
প্রশবিলা সতী পুত্র দশরথ,
হৃদয়ে ধরিলা চুমিয়া মুখে।

নিদাঘের তাপে তপ্ত কলেবর,
জুড়াতে কুসুম উদ্যানে বসি,
শুধাইলা ইন্দু স্বয়ম্বর কথা,
কুটিল আননে সলজ্জ হাসি।

মৃদু বহে তবে মলয় বাতাস,
দিবাকর কর হয়েছে হারা,
নীল নভোপরে ঝলমল করে,
উজলি উঠিছে সাঁঝের তারা।

আকাশের পথে বাজাইয়া বীণা,
আনন্দে চলেছে নারদ ঋষি,
বীণার কণ্ঠের পারিজাত হার,
ইন্দুমতী গায় পড়িল খসি।

শাপ ভ্রষ্টা দেবী স্বরগ কন্যা,
সূর্য্য বংশদীপ অজের জায়া,
মাল্যের পরশে ত্যজিল জীবন,
ভূমিতে পড়িল অসার কায়া।

শিহরি উঠিল অজ মহারাজ,
এ কি সর্ব্বনাশ হইল আজি,
কোথায় চলিলা পরাণ প্রতিমা,
ত্যজিয়া তাহার অজেরে আজি।

জগতের সার সুষমা আহরি,
নিরুপম তোমা গড়িল বিধি,
হতভাগ্য তারে হারাইনু আমি,
এমন অমূল্য রমণী নিধি।

স্বয়ম্বর স্থলে বরিলা আমায়,
তিন কোটী নৃপ বিমুখ করি,
পারিজাত হার পরায়ে তোমায়,
গোপনে গোপনে কে নিল হরি।

প্রেম যজ্ঞে দিলে পূর্ণাহুতি দান,
কুসুম কাননে আনিয়া ছলে,
তব অনুগামী হইব যে আমি,
এই ফুলহার পড়িয়ে গলে।

তোমার বিহনে হেরি অন্ধকার
নয়ন মেল গো হৃদয় রাণী,
আবার শুধাও মধুর সম্ভাষে,
শুনিতে বাসনা তোমার বাণী।

ইন্দুমতী বলি ডাকি বার বার,
স্মরিয়া নারদ বীণার তান,
পারিজাত হার পরিলা গলায়,
হ'ল অবসান প্রণয়ী প্রাণ।

শাপমুক্ত হয়ে প্রণয়ী যুগল,
ধরার পবিত্র কুসুম দুটী,
নূতন জীবনে নূতন মিলনে,
ত্রিদিব ভুবনে রহিল ফুটি।

ধাত্রী পান্না।

মেবারের সিংহাসনে হ'তে অধীশ্বর,
দাসীপুত্র বনবীর,
মন্ত্রণা করিল স্থির,
উদয় সিংহের বধে ঘুচাইবে ডর।

ছিল তার ধাত্রী পান্না অতি গুণবতী,
তুলনা করিতে তার,
জগতে মিলেনা আর,
কি দিয়ে গড়িল বিধি এমন প্রকৃতি।

মেবার রক্ষার তরে করি প্রাণ পণ,
গুপ্তভাবে উদয়েরে,
রাখি অপরের ঘরে,
অরি করে সমর্পিল আপন সন্তান।

বলিতে গলিয়া যায় পাষাণ হৃদয়.
এমন অমূল্য ধন,
নিদ্রা কোলে নিমগণ,
সুপ্ত জগত যবে নৈশ ঘোরময়।

এমন সময়ে আসি তস্করের প্রায়,
ঘরে পশে বনবীর,
ধাত্রি পুত্র শান্ত ধীর,
ঘুমায়ে রয়েছে যথা, পালঙ্ক শয্যায়।

নিকটে বসিয়া মাতা হেরিছে নয়নে,
বিঁধাইয়া মহাপাশ,
পুত্রেরে করিয়া নাশ,
চলিল পাষণ্ড বীর প্রফুল্ল আননে

রটিল নগরে এই বারতা ভীষণ,
মেবারের সিংহাসন,
চক্রী কর গত ধন,
বনবীর, উদয়ের বধিল জীবন।

মরেণি উদয় সিংহ ধাত্রীর কৌশলে;
আহা দেবী ধাত্রী পান্না,
তুমিই জগতে ধন্যা,
গাইছে তোমার যশ অনন্ত নিখিলে।

প্রকাশিলা যার তরে ত্যাগের বৈভব,
হ'লনা বাসনা পূর্ণ,
লৌহ রাখি দিলে স্বর্ণ,
উদয় হইতে অস্ত মিবার গৌরব।

অবসান।

বৃথা হল গত এ দীর্ঘ জীবন,
ভুলে পরিণাম এ কি করিলাম
মিছে হরিলাম সময় রতন।

পলে পলে আয়ু যায় অবিরত,
আঁখি জ্যোতি হীন হ'ল দিন দিন
জরায় এ দেহ হ'লে অধিকৃত।

অনুতাপানলে দহিছে এখন,
করিব বলিয়া হৃদয়ে পুষিয়া
রেখেছিনু মনে কত আকিঞ্চন।

হেলায় সময় হইল বিগত,
এ দীর্ঘ জীবন মিছাই যাপন
প্রতি দিবসের ক্ষুদ্র কাজে রত।

কবে হবে শান্ত অশান্ত পরাণ,
মুক্ত রোগ শোক যাব পরলোক
করিয়া প্রকৃতি তাঁরে সমর্পণ,
কবে হবে শান্ত অশান্ত পরাণ।

বেঙ্গল কেমিক্যাল ষ্টিম প্রিন্টিং প্রেসে,
শ্রীবীরেন্দ্রমোহন গুপ্ত দ্বারা মুদ্রিত।
৯০, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা।